CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-211 ■ 3 May, 2026 ■ আগরতলা ৩ মে, ২০২৬ ইং ■ ১৯ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টানা বৃষ্টিতে লোয়ারপোয়া জাতীয় সড়ক বিপজ্জনক, যান চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। টানা বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে অসম—ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিশেষ করে লোয়াইরপোয়া এলাকার জাতীয় সড়কের অবস্থা এতটাই খারাপ যে তা এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, অসম---ত্রিপুরা সংযোগকারী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক অংশ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর মধ্যেই বর্ষার জেরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন যাত্রী, যানচালক ও সাধারণ পথচারীরা। শুক্রবার দুপুরে লোয়াইরপোয়া এলাকায় একটি ১৬ চাকার ভারী ট্রাক সড়কের মাঝখানে ফেঁসে যায়। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে সড়কের দু'প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় দুই শতাধিক যানবাহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে পড়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

অভিযোগ, ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও সড়ক নির্মাণ সংস্থার কোনও দায়িত্বশীল আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও যানচালকরা।

এদিকে, আসামের লোয়াইরপোয়া—হাতিখিরা ২০ নম্বর বাইপাসে ভারতমালা প্রকল্পের কাজ চলার কারণে মূল সড়ক বন্ধ থাকায় বিকল্প হিসেবে লোয়াইরপোয়া বাজার এলাকার সরু ও দুর্বল রাস্তা দিয়ে ভারী যান চলাচল করছে। অতিরিক্ত চাপের ফলে অল্প সময়েই সেই সড়কের অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, নির্মাণ সংস্থা আগেই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা দ্রুত মেরামতের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বরং সমস্যা সমাধানে চরম উদাসীনতার অভিযোগ উঠছে।

এখন বড় প্রশ্ন, এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে আটকে পড়া যানবাহন কীভাবে উদ্ধার হবে এবং কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে অসম---ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাতারই উত্তর খুঁজছে সাধারণ মানুষ।

আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সর্তকবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বিশেষ করে উত্তর, ঊনকোটি, ধলাই, খোয়াই এবং পশ্চিম জেলায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া এই সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়া, যার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগরতলায় দিনের আবহাওয়া ছিল মেঘাচ্ছন্ন ও আর্দতাপূর্ণ। আবহাওয়া দফতরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ২১ ডিগ্রির কাছাকাছি। আপেক্ষিক আর্দতার হার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ছিল ১০০ শতাংশ, যা দিনের শেষে কিছুটা কমে ৭৬ শতাংশে নেমে আসে।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ ঘণ্টায় আগরতলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৮.৮ মিলিমিটার। মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩০.৬ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিতে রাজ্যে ৬ হাজার হেক্টর ফসল বিধ্বস্ত, ক্ষতি ৫৯ কোটি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। প্রবল বৃষ্টিপাত কৃষি ও উদ্যানপালনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। জলাবদ্ধতা, বন্যা, মাটিক্ষয় ও ফসল নষ্টের মাধ্যমে বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, গত ২৭ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল টানা তিন দিনে রাজ্যে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১৩৩.৯ মিলিমিটার। এর মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে কমলপুরে (২৮৩ মিলিমিটার), বিশ্রামগঞ্জে (২৭৮ মিলিমিটার) এবং খোয়াইয়ে (২৩০ মিলিমিটার)।

তিনি জানান রাজ্যের মোটকৃষি জমির পরিমাণ ৫৮ হাজার ৫৪০ হেক্টর। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ৬ হাজার ১০৫ হেক্টর কৃষি ও উদ্যানপালন এলাকা বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলেন, কৃষি ও উদ্যানপালন মিলে ফসল উৎপাদনের ক্ষতি প্রায় ২১ হাজার ৬৩৫ মেট্রিক টন। যার আনুমানিক মূল্যহানি ৫৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা। এ বিপর্যয়ে আক্রান্ত কৃষকের সংখ্যা ৩২ হাজার ৮৯৫ জন।

তিনি বলেন আটটি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ জেলা সেখানে উৎপাদন ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার ৪৭০ মেট্রিক টন। তুলনামূলকভাবে খোয়াই জেলায় ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে কম, যা ৪৬৩ মেট্রিক টন।

মন্ত্রী কৃষকদের ঈশ্বরের রূপ আখ্যা দিয়ে বলেন, তাঁরাই আমাদের অন্নদাতা। বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষকদের মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যে ইতিমধ্যেই কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

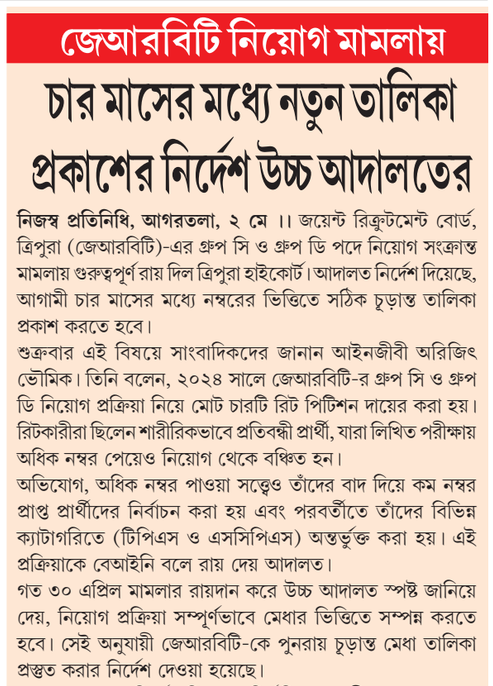

ক্যানেলে মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। গতকাল রাতে উদয়পুরের পিত্রা ক্যানেলে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দমকলের একটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে নামে। দমকল কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, গতকাল রাতে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর আসে উদয়পুরের পিত্রা ক্যানেলে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দমকলের একটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে নামে। দমকল কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সময় মতো শেষ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। নগর উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা, কাজের গুণমান বজায় রাখা এবং কাজ শেষ হওয়ার পর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষন ও নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন। পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা দ্রুত প্রদানে আধিকারিকদের কাজের আরও গতি আনা প্রয়োজন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসস্থিত টিআইএফটি'র ওয়ার রুমে ত্রিপুরা নগর উন্নয়ন দপ্তর ও নগর সংস্থাগুলির বিভিন্ন উন্নয়মূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা একথা বলেন।

আজকের বৈঠকে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলি অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ, দপ্তরের অধিকর্তা মেঘা জৈন, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটিম পাশ। পার মিহিরকান্তি গোপ সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বর্তমান নিজ নিজ দপ্তরের কাজের চিত্র তুলে ধরেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী টুডা"র অধীন প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার এবং আগরতলার জ্যাকশন গেইটের কাজ দ্রুত সম্পন্ন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নিট পরীক্ষা ৯ কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সম্প্রতি নীট ন্যাশন্যাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স (ইউজি) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় এই প্রবেশিকা পরীক্ষা ৩মে বেলা ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলায় মোট ৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র যথা শিশুবিহার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিন্দী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহারাণী তুলসীবতী বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কুঞ্জবন, পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ওএনজিসি, মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ, বীর বিক্রম মেমোরিয়্যাল কলেজ, ত্রিপুরা (কেন্দ্রীয়) বিশ্ববিদ্যালয় ও এনআইটি তে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জেআরবিটি নিয়োগ মামলায়

চার মাসের মধ্যে নতুন তালিকা প্রকাশের নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা (জেআরবিটি)-এর গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী চার মাসের মধ্যে নম্বরের ভিত্তিতে সঠিক চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

শুক্রবার এই বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান আইনজীবী অরিজিৎ ভৌমিক। তিনি বলেন, ২০২৪ সালে জেআরবিটি-র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে মোট চারটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। রিটকারীরা ছিলেন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী প্রার্থী, যারা লিখিত পরীক্ষায় অধিক নম্বর পেয়েও নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হন।

অভিযোগ, অধিক নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বাদ দিয়ে কম নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তীতে তাঁদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (টিপিএস ও এসসিপিএস) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বেআইনি বলে রায় দেয় আদালত।

গত ৩০ এপ্রিল মামলার রায়দান করে উচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে মেধার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। সেই অনুযায়ী জেআরবিটি-কে পুনরায় চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে স্বচ্ছ নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

নাতনিকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার দাদু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। সম্পর্কের মর্যাদাকে কালিমালিপ্ত করে দশম শ্রেণির নাবালিকা নাতনিকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগ উঠল দাদুর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া থানা এলাকার চন্দনমুড়ায়। অভিযুক্তকে শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী বাড়িতে দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে থাকত, মা নেই, বাবা চেন্নাইতে কর্মরত। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই দাদু নাতনিকে যৌন নির্যাতন করতেন। কয়েক দিন আগে মেয়ে তার বান্ধবীর নিকট বিষয়টি জানায়, অভিযোগ, ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে বুধবারে নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন অভিযুক্ত দাদু। বুধবারে বাড়ির পাশের এক বান্ধবী মেয়েটি ডাকতে আসলে , ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

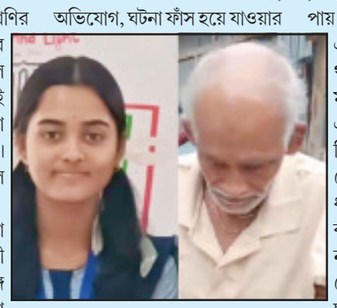

এদিকে, খবর যায় সোনামুড়া থানায় পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জেরায় ভেঙে পড়ে অভিযুক্ত ধর্ষণ ও খুনের কথা স্বীকার করেন বলে পুলিশের দাবি। নৃশংস ঘটনায় গোটা সোনামুড়া মহকুমায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাজ্য মন্ত্রিসভায়

বিভিন্ন দপ্তরে ১১২টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। আজ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে মোট ১১২টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ১০৭টি পদে পরীক্ষার মাধ্যমে এবং ৫টি পদে পদোন্নতির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান। তিনি জানান, অর্থ দপ্তরের অধীন ডাইরেক্টোরেট অব ট্রেজারিস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসে ৫০টি সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট (গ্রুপ-সি) পদে নিয়োগ করা হবে। টিপিএসসি-র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, সাধারণ প্রশাসন (প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি) দপ্তরে ৪৩টি বিভিন্ন টেকনিক্যাল পদে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অবশ্যই মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং আইটিআই কোর্স করা থাকতে হবে। জেআরবিটি-র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া নির্বাচন দপ্তরে এলডিসি (গ্রুপ-সি) পদে ৬ জন এবং গ্রুপ-ডি পদে ৪ জনকে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়াও জেআরবিটি-র মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। তাছাড়া ৫ জনকে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রান্নার গ্যাস ও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। রান্নার গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা আয়োজন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় কর্মসূচি থেকে।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে এবং পরে পথসভায় রূপ নেয়। উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রবীর চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সম্প্রতি ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম একলাফে ৯৯৩ টাকা বাড়িয়ে ৩০৭১ টাকা ৫০ পয়সা করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের উপর মারাত্মক আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। চলতি বছরে একাধিকবার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মোট বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৪৪২ টাকা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সংকট, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ মে ।। তীব্র পানীয় জলের সংকটের জেরে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া বীণাপাণি ক্লাব এলাকায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকাবাসী। প্রায় ১০ দিনেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত পানীয় জল না পাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা।

অভিযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প হিসেবে গাড়িতে করে জল পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। শুরুতে কিছুদিন জল সরবরাহ করা হলেও বর্তমানে সেটিও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ।

ফলে দৈনন্দিন জীবনে চরম সংকট তৈরি হয়েছে। জল সংগ্রহ করতে বহু দূর যেতে হচ্ছে, যা বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্কদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী।

এদিন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দিব্যাঙ্গ যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার অভিযুক্ত, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে ।। দিব্যাংগ এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে কাঞ্চনপুরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত মন্তোষ দাসকে গ্রেফতার করেছে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে অভিযুক্ত ঘরে ঢুকে এই নৃশংস ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর পরিবারের তরফে থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের তরফে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 03-05-2026, 01:04

জাগরণ আগরতলা, ৩ মে, ২০২৬ ইং
১৯ বৈশাখ, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ধুঁকিতেছে মিডিয়ার স্বাধীনতা

ভারতের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সংকটের পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। স্বাধীনভাবে কাজ করিতে গিয়া সাংবাদিকদের ওপর হামলা, হুমকি এবং আইনি হয়রানি বৃদ্ধি পাইয়ায়েছে। প্রতি বছর গড়ে ২-৩ জন সাংবাদিক তাহাদের কাজের কারণে প্রাণ হারান।রাষ্ট্রদ্রোহ , মানহানি এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।গুটিকতক বড় করপোরেট হাউসের হাতে সংবাদমাধ্যমের মালিকানা চলিয়া যাওয়া এবং রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বহু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে। ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের সংবাদমাধ্যম অনেকটা "অঘোষিত জরুরি অবস্থা"র মধ্য দিয়া যাইতেছে , যেখানে সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরতার কারণে অনেক সংবাদমাধ্যম স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ মানিয়া নিতে বাধ্য হইতেছে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম। যদিও 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র' ভারতে সেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাই ভূলুণ্ঠিত! ২০২৬ সালের রিপোর্ট অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দিয়াছে। আরএসএফ-এর 'প্রেস ফ্রিডম সূচক'-এ চলতি বছরে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হইয়াছে ১৫৭ নম্বরে। গত বছরের তুলনায় আরও ৬ ধাপ পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন? কারণ, ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মোদি সরকারের মুণ্ডুপাত করিয়াছে বিশ্বজোড়া সংবাদমাধ্যমের এই নজরদার সংস্থাটি। রাখঢাক না করিয়া তাহাদের সাফ কথা, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসিবার পর থেকে ভারতীয় মিডিয়াগুলি 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা'র মুখে পড়িয়াছে। তাঁহার আমলে ভারতে সাংবাদিকদের উপর হিংসা ও আক্রমণের ঘটনা বাড়িয়াছে। সংবাদমাধ্যমগুলির মালিকানা প্রধানমন্ত্রী

ঘনিষ্ঠ কয়েকটি পরিবারের হাতে ভীষণভাবে কুক্ষিগত হইয়া পড়ায় সেগুলি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। গণমাধ্যমের উপর ছড়ি ঘোরানো প্রভাবশালী বড়ে পরিবারগুলির মধ্যে এক চমকপ্রদ সমঝোতা গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক চাপ এবং 'গোদি মিডিয়া'র উত্থানের ফলে প্রশ্নের মুখে পড়িয়া গিয়াছে মূলস্রোতের গণমাধ্যমগুলির বহুত্ববাদের মডেল।চলতি বছরের রিপোর্টে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নাম করিয়াও তীব্র সমালোচনা করিয়াছে আরএসএফ। সেখানে বলা হইয়াছে, নরেন্দ্র মোদি সাংবাদিক বৈঠক করেন না। তিনি সাক্ষাৎকার দেন শুধুমাত্র সেইসব সাংবাদিক ও ইউটিউবারদের, যাঁহারা গুণকীর্তন করাবেন। আর যে সাংবাদিকরা আনুগত্য দেখান না, তাঁহদের পড়িতে হয় ট্রোল বাহিনীর হেনস্তার মুখে। তাঁহাদের উপর কখনো হামলা নামিয়া আসিতেছে, কখনো আবার জুটিতেছে দেশ বিরোধীর তকমা।এমনকি অকারণ গ্রেপ্তারিও। মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সন্ত্রাস দমন সহ কঠোর আইনে মামলা করা হইতেছে সেই সব সাংবাদিকের বিরুদ্ধে।তবে শুধু ভারত নয়, বিশ্বজুড়িয়াই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় অবনমন ইয়াছে বলিয়া দাবি আরএসএফ-এর। ২০২৬ সালের রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, ১৮০টি দেশের গড় স্কোর থেকে একটা বিষয় স্পষ্টসংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিগত ২৫ বছরের মধ্যে কখনো এতটা নিচে নামেনি। প্রেস ফ্রিডমের ক্ষেত্রে এই প্রথম বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দেশ 'গুরুতর' ও 'অতি গুরুতর' ক্যাটিগরিতে চলিয়া আসিয়াছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিরিখে শীর্ষ পাঁচটি স্থানে রহিয়াছে নরওয়ে, দি নেদারল্যান্ডস, এস্টোনিয়া, ডেনমার্ক ও সুইডেন। আর সবচেয়ে নিচে যথাক্রমে সৌদি আরব, ইরান, চীন, উত্তর কোরিয়া ও এরিট্রিয়া। চীন (১৭৮তম) বাদে বাকি প্রতিবেশী দেশগুলি ভারতের থেকে এগিয়ে রহিয়াছে। যেমন নেপাল (৮৭তম), শ্রীলঙ্কা১৩৪তম), ভুটান (১৫০তম), বাংলাদেশ (১৫২তম) ও পাকিস্তান (১৫৩তম)।

রিপোর্টটিতে কড়া সমালোচনা করা হইয়াছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকারও। ২০২৪ সালে 'বেশ ভালো' থেকে ২০২৬ সালে 'সমস্যাসংকুল' ক্যাটিগরিতে নামিয়া গিয়াছে আমেরিকা। সাত ধাপ নামিয়া ট্রাম্পের দেশের স্থান হইয়াছে ৬৪তে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকেও কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছে আরএসএফ। বলা

হইয়াছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণে সন্ত্রাস-দমন, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও কট্টরপন্থা বিরোধী আইনগুলিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে পুতিনের রাশিয়া। সূচকে তাহাদের স্থান ১৭২ নম্বরে।

আনন্দমার্গ মিশনের প্রতিষ্ঠাতার ১০৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত, হাসপাতালে ফল বিতরণ

কমলপুর, ২ মে: আনন্দমার্গ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি জির ১০৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কমলপুরে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিন কমলপুর আশ্রমে ধর্মীয় ও সেবামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। আনন্দমার্গ মিশনের পক্ষ থেকে এই সেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই ভুক্তির এডুকেশন সম্পাদক শ্রী বিদিত রঞ্জন দেবনাথ, ভুক্তিপ্রধান জেনারেল তন্ময় নাথ, ভুক্তি কমিটির সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, সালেমা আনন্দমার্গ প্রাইমারি স্কুলের চেয়ারম্যান শ্রী সন্দীপ দেবনাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজসেবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতার আদর্শকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

সোনামুড়ায় পুলিশের বড় সাফল্য, উদ্ধার ১০ কেজি গাঁজা

সোনামুড়া, ২ মে: মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। বলেরঢেপা এলাকায় মোবাইল ডিউটির সময় উদ্ধার করা হয় প্রায় ১০ কেজি শুকনো গাঁজা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা মোট ১১টি প্যাকেট থেকে এই মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

ঘটনার পর পুলিশ সমস্ত মাদকদ্রব্য জব্দ করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি বলে জানা গেছে।

এদিকে, পুলিশ ও আবগারি দপ্তর নিয়মিত নজরদারি চালালেও পাচারকারীরা নানা কৌশলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে মাদক পাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই ধরনের ঘটনা বারবার সামনে আসছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ইরানের ড্রোন কীভাবে বিশ্বে ক্ষমতার ধারণা বদলে দিয়েছে

আহমেদ রাউবা

কয়েক বছর আগে ইসরায়েল-লেবানন সীমান্তে হেজবুল্লাহর তৎপরতা সম্পর্কিত সামরিক প্রতিবেদনে প্রথম ইরানের ড্রোনের বিষয়টি সামনে আসে। পরবর্তীতে সামরিক বিশেষজ্ঞরা ইয়েমেনে হুথিদের ব্যবহৃত ড্রোনগুলোর উৎস খুজতে গিয়ে তার সাথেও ইরানের সম্পর্ক খুঁজে পান। তবে, ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যখন ইরান রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে ড্রোন প্রযুক্তি সরবারহ করে, তখন সারা বিশ্ব অবাক হয়ে যায়।

এর কিছুদিন আগে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের আকাশে জেরেনিয়াম-২ (শাহেদ-১৩৬) ড্রোন প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এসেছিল। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো- চার দশক ধরে নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা একটি দেশ কীভাবে আন্তর্জাতিক সংঘাতে খেলার নিয়ম বদলে দিতে সক্ষম হলো? ড্রোন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এর সাফল্যের মূল চালিকাশক্তিগুলো আসলে কী? প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৯ সালে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর ইরান তাদের নিজেদের ভেতরের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে থাকে এবং সংকট থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজতে থাকে। তখনকার ইরানের নেতৃত্ব তাদের নিজেদের প্রকৌশলীদের ওপর আস্থা রাখে এবং তাদেরকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরান বিদেশে একটি সরবরাহ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে তারা বেসামরিক প্রযুক্তিরও সহায়তা নিয়েছে।

কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, সীমিত সম্পদের মধ্যেও ইরানিরা সুস্পষ্ট কৌশল নির্ধারণ করেছিল এবং তা ধৈর্য, অধ্যবসায় ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে কাজ করে গেছে। যা তাদের সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে ধরা দেয়।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে যখন শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি যখন দেশত্যাগ করেন, তখন তিনি অস্ত্রের দিক এই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী রেখে গিয়েছিলেন। সে সময় ইরানের বিমানবাহিনীর কাছে এফ-১৪ টমক্যাটের মতো বিমান ছিল। যা সেই সময়ে বিশ্বের অন্যতম উন্নত প্রযুক্তির যুদ্ধবিমান হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে এই বিমানগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন মূলত ইরানে নিযুক্ত আমেরিকান প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলীরা। যন্ত্রাংশ সরাসরি আমেরিকান কোম্পানি সরবরাহ করত। ফলে, ইরানের বিমান বাহিনী অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাজতন্ত্রের পতনের পর ইরানের সামরিক নেতৃত্বের কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল, কেউ আবার গুপ্তহত্যা কিংবা কেউ কেউ কারাবন্দি হয়েছিল। তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলীরাও ইরান ত্যাগ করে এবং আমেরিকান কোম্পানিগুলো নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তখন রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রাংশের অভাবে ইরানের কেনা শত শত কোটি ডলার মূল্যের বিমানগুলো অকেজো

প্রয়োজনই আবিষ্কারের জনক ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইরাকি বাহিনী ইরানের ভূখণ্ডে হামলা চালায়, যার ফলে দুই দেশের মধ্যে একটি ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়, যা আট বছর ধরে চলে।

এই যুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসের নৃশংসতম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্রও ছিল। এই দীর্ঘ ও বিভীষিকাময় যুদ্ধে প্রায় দশ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

যুদ্ধের শুরুর দিকে ইরাকি বাহিনী আকাশপথে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। যার ফলে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়।

ইরাকি সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গোয়েন্দা বিমান ক্রয় করে এবং ইরানি বাহিনীর অবস্থান শনাক্ত করতে ও তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করত, যা তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করে। এর বিপরীতে তখন ইরানের সামরিক বাহিনী এমন একটি যুদ্ধ লড়ছিল, যার জন্য তাদের কাছে না ছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সামরিক সক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৌশলীরা চলে যাওয়ার পর তাদের যুদ্ধবিমানগুলো যেমন অকেজো পড়েছিল তেমনি নিজেদের প্রযুক্তিকেও তখন আর উন্নত করতে পারেনি নানা নিষেজ্ঞার কারণে। ইরানের অস্তিত্ব রক্ষার এই যুদ্ধে তাদের আধুনিক প্রযুক্তির খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা বিশ্ববাজার থেকে সেই প্রযুক্তি কিনতে পারছিল না। যে কারণে ইরানি নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয় অন্যদের কাছ থেকে প্রযুক্তি নেওয়ার বদলে তারা নিজেরাই তা উদ্ভাবন ও তৈরি করবে।

ভাবনাটি ছিল একেবারেই সহজ। যদি শত্রুর অবস্থান ও গতিবিধি জানতে সীমান্ত পেরিয়ে গোয়েন্দা বিমান পাঠানো সম্ভব না হয়, তাহলে ছোট ও রিমোট নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না কেন? এগুলো একদিকে যেমন ছিল সস্তা অন্যদিকে সেগুলোকে শনাক্ত করাও ছিল বেশ কঠিন।

১৯৮১ সালের শুরুর দিকেই ইরানিরা এই ছোট ডিভাইসগুলো নিয়ে কাজ শুরু করে। সেগুলোতে ক্যামেরা স্থাপনের কথাও চিন্তা করে। ইসফাহান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। যেখানে শিক্ষার্থী ও প্রকৌশলীরা একসঙ্গে এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ শুরু করেছিলেন।

তারা এই যন্ত্রগুলোর নকশা প্রণয়ন, উৎপাদন, পরীক্ষা এবং উন্নয়নমূলক পর্যায়গুলো সম্পন্ন করে পরে তা আইআরজিসি বা ইরানের সামরিক বাহিনীর কাছে উপস্থাপন করে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে একটি সাধারণ ওয়ার্কশপ ছিল। যেখানে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও উজ্জীবিত তরুণরা কাজ করত। যাদের অনেকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। বছরের পর বছর প্রচেষ্টা, বারবার ব্যর্থতা এবং নিরন্তর সংগ্রামের পর ওই তরুণেরা ইসফাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওর্য়াকশপে একটি নকশা তৈরি করে। পরে খুজেস্তানের খোলা মাঠে তা উৎক্ষেপন করে পরীক্ষা চালাতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ছিলেন ফারশিদ নামের একজন বেসামরিক পাইলট, সাঈদ নামের একজন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র এবং মাসুদ জাহিদী নামের একজন পেশাদার স্বর্ণকার। প্রথমবার যখন তারা তাদের প্রাথমিক মডেলটি সামরিক কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করেছিল তখন কোন কোন কর্মকর্তা এটি নিয়ে উপহাস করেছিলেন। তারা যে মডেল তৈরি করেছিল তা দেখতে অনেকটা বাচ্চাদের খেলনার মতো ছিল। তাতে যে জ্বালানি ট্যাঙ্ক হিসেবে যে বস্তুটি ব্যবহার করা হয়েছিল তা মেডিকেল আইভি ব্যাগ। আর প্রপেলার বা পাখাটিও ছিল হাতে তৈরি।

প্রথম ড্রোন যুদ্ধ— ১৯৮৩ সালে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দুরে থেকে সেই "খেলনা বিমান" বা ড্রোনটি প্রথমবারের মতো ইরাকি সামরিক অবস্থানের ওপর দিয়ে উড়তে সক্ষম হয়। সেখান থেকে খুব পরিস্কার ও ব্যবহারযোগ্য ছবি নিয়ে ফিরে আসে। যেখানে ইরাকি সামরিক স্থাপনাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এই সাফল্যের পর "থান্ডার ব্যাটালিয়ন" গঠন এবং একটি নিয়মিত ড্রোন কর্মসূচি শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইসফাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশপে তৈরি এই বিষয়টি পরে আইআরজিসির তত্ত্বাবধানে আসে। তখন তারা বিমান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে থাকে। পরে আইআরজিসি দুবাইতে একটি কোম্পানি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে আলাদা আলাদা যন্ত্রাংশ কিনতে শুরু করে। পরে এই যন্ত্রাংশগুলো ইসফাহানে নেওয়া শুরু হয়। সেখানেই যন্ত্রাংশগুলো জোরা দিয়ে ড্রোন তৈরি শুরু হয়।

২০২২ সালে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের সময় রাশিয়া থেকে পাঠানো একটি শাহেদ ১৩৬ ড্রোন ভুপাতিত করে ইউক্রেন। যাতে একটি মার্কিন চিপও পাওয়া গিয়েছিল। ইসফাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্কশপের সেই ড্রোনগুলো এক সময় গোয়েন্দা তৎপরতায় নিজেদের কার্যকারিতা প্রমাণ করে। ১৯৮৩ সালের পর আইআরজিসি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে ইরাকি সেনাদের বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করে। তবে ১৯৮৭ সাল থেকে "রাদ ব্যাটালিয়ন"এর প্রকৌশলী ও সামরিক সদস্যরা শুধু নজরদারির জন্য নয়, ড্রোনকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার ধারণা নিয়েও কাজ শুরু করেন। যদি কোনো ড্রোন শত্রুর অবস্থানের ওপর দিয়ে উড়ে তাদের গতিবিধির ভিডিও ধারণ করতে পারে, তাহলে সেটিতে অস্ত্র যুক্ত করলে তা সরাসরি আঘাত হেনেও শত্রু পক্ষকে ধ্বংস করা সম্ভব, এমন ধারণা থেকে পরবর্তীতে মোহাজের ড্রোন তৈরি করে।

১৯৮৮ সালে ইরান ছিল সেই প্রথম দিকের দেশগুলোর একটি যারা সশস্ত্র ও পাইলটবিহীন আকাশযান বা ইউএভি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু করে। যদিও বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ও ইসরায়েল ড্রোন উদ্ভাবন ও ব্যবহারে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পরিচিত, বাস্তবে ইরানই যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহারে সবার আগে সাফল্য দেখিয়েছে। ১৯৮৮ সালে ইরানি ড্রোনগুলোর নকশা ছিল কিছুটা অপরিপক্ক। যেগুলো সর্বোচ্চ ৫০ কিলোমিটারের বেশি উড়তে পারতো না। কিন্তু ২০২৬ সালের মধ্যে ইরান এমন উন্নত ড্রোন তৈরি করেছে যা ইরান থেকে উড়ে একাধিক দেশের আকাশসীমা অতিক্রম করে ইসরায়েলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের আগেই ইসরায়েল সামরিক উদ্দেশ্যে পাইলটবিহীন ড্রোন বা ইউএভি ব্যবহার করা প্রথম দেশ ছিল।

১৯৭৩ সালের যুদ্ধে তারা এগুলো ব্যবহার করেছিল মিশরের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করতে। একই সাথে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রকে অকার্যকর করে তুলতে পারতো। পরবর্তীতে একই কায়দায় ইরানও ড্রোন কর্মসূচি শুরু করেছিল। এবং সেই প্রযুক্তি ছিল আরো উন্নত।

একইভাবে ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসনের সময় ইসরায়েল বেকা উপত্যকায় সিরীয় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে হামলার চালানো এবং গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য "স্কাউট" ও "ম্যাস্টিফ" ড্রোন ব্যবহার করেছিল। যেটিকে যুদ্ধের ইতিহাসে ড্রোনের কার্যকর ব্যবহারের প্রথম ও স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরস্পর বিরোধী ধারণা— ইরানের বিশেষজ্ঞরা লেবাননের পরিস্থিতি ও অগ্রগতির ওপর গভীর নজর রাখেন। হেজবুল্লাহর ভেতরে থাকা তাদের মিত্ররা ইসরায়েলি ড্রোন সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। পরবর্তীতে সেখানের পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে ইরানি বাহিনী দেখে যে ইসরায়েলি ড্রোনগুলো এতটা জটিল নয় যে তেহরান ও ইসফাহানের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীরা সেগুলোর অনুকরণে নতুন কিছু তৈরি করতে পারবেন না। একাধিক সামরিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে ইরানি ড্রোন মডেলগুলোতে ইসরায়েলি "স্কাউট" ও "মাস্টিফ" ড্রোনের সঙ্গে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। তাদের মতে, ইরানি প্রকৌশলীরা এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসরায়েলি নকশা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। ১৯৭০-এর দশক থেকে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে- সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর অস্ত্রই সবচেয়ে মূল্যবান ও কার্যকর। একটি গাইডেড মিসাইল এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে, তা শত শত অগাইডেড অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর বলে বিবেচিত হতো। ইরানিরা এই সামরিক সমীকরণে একটি নতুন ধারণা যুক্ত করে। যদি একটি দেশ প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে, তবে তাকে সংখ্যা ও অর্থনৈতিক ব্যয়ের দিক থেকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এটাই সেই মৌলিক ধারণা, যার ওপর ইরানি ড্রোন কর্মসূচির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। যদি একটি ড্রোন তৈরি করতে প্রায় ২০ হাজার ডলার খরচ হয়, তবে নির্ভুলতার দিক থেকে এটি ২০ লাখ ডলারের ক্রুজ মিসাইলের সমান কার্যকর হতে পারে না।

কিন্তু যদি একসঙ্গে ১০০টি ড্রোন পাঠানো হয়, তাহলে প্রতিপক্ষকে সেগুলো ধ্বংস করতে অন্তত ১০০টি ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করতে হবেএবং এই খরচটা কয়েকগুন বেশি। ড্রোন মূলত সর্বোচ্চ নির্ভুলতা বা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের জন্য নয়, বরং শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে এবং আর্থিক চাপ বাড়াতেই তৈরি করা হয়। ইরান দীর্ঘক্ষণ ধরে ড্রোনা হামলা চালাতে পারে কারণ এগুলোর খরচ শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় ১০ থেকে ২০ গুণ কম। একটি সাধারণ হিসাব দেখায়, ১০০টি ড্রোন উৎক্ষেপণ করতে একটি আক্রমণকারী রাষ্ট্রের প্রায় ২০ লাখ ডলার খরচ হয়। এর বিপরীতে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে সেই ড্রোনগুলোকে ভূপাতিত করতে ২০ কোটি ডলার মূল্যের আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

ড্রোনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো, রাডারের মাধ্যমে এগুলো শনাক্ত করা কঠিন। কারণ এগুলো কম গতিতে এবং নিচু উচ্চতায় উড়ে। এছাড়া একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক ড্রোন পাঠালে তা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, ফলে অনেক সময় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব ড্রোন প্রতিহত করতে পারেনা। ২০১৯ সালে সৌদি আরব আরামকো তেল স্থাপনায় হামলা এই সক্ষমতার কার্যকারিতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। ওই হামলায় মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানি তৈরি ড্রোন প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। যদিও হামলার দায় হুতিরা স্বীকার করেছিল, তবে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে এসব ড্রোন ইরান বা ইরাকের ভূখণ্ড থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। আরামকো স্থাপনায় হামলার ফলে কয়েক দশ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, অথচ ব্যবহৃত ড্রোনগুলোর মোট খরচ ছিল মাত্র কয়েক মিলিয়ন ডলার। এই খরচের ব্যবধানই আসলে ড্রোন যুদ্ধে বিজয়ী ও পরাজিত নির্ধারণ করে দেয়।

শ্রমজীবী মানুষের বিকল্প সংস্কৃতি

নোটন কর

শাসকশ্রেণি সাধারণত তাদের নিজস্ব স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, মতাদর্শগত নিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যবহার করে শোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা, গণমাধ্যম, আইন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জনসাধারণের ওপর আধিপত্য বজায় রাখা হয়।

ভারতে বর্তমান কেন্দ্রের শাসক দল আর এস এস-বিজেপি খুব পরিকল্পিতভাবে একটি ''সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতি'' নির্মাণ করছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল শ্রমজীবী মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। ধর্ম, জাত, ভাষা, পরিচয় এই সমস্ত বিভাজনকে ইন্ধন দিয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে একজন শ্রমিক কল-কারখানায় তার পাশে কাজ করা অন্য ধর্মের শ্রমিককে শত্রু হিসেবে দেখতে শুরু করে। ফলে যে শ্রেণি-সংগ্রাম শাসকশ্রেণির এবং বিরুদ্ধে গড়ে ওঠার কথা, তা ভেঙে পড়ছে সাম্প্রদায়িক সন্দেহের দৃষ্টিতে এবং কখনো কখনো সংঘর্ষে। শাসককূলের এই কৌশল নতুন নয়। মহামতি ফ্রেডরিক এঙ্গেলসতাঁর লেখায় একাধিক জায়গায় বলেছেন, "শাসকশ্রেণি কেবল উৎপাদনের উপায়ই নিয়ন্ত্রণ করে না, তারা শ্রমিকশ্রেণির চিন্তার জগতও নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নেয়।'' তাঁর ভাষায়- শাসকশ্রেণির ধারণাই সমাজের প্রধান ধারণা হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আন্তেনিও গ্রামসী এবং লুই আলথুসার এর বিস্তৃত ব্যাখা দিয়েছেন। একইভাবে মাও জে দং সাংস্কৃতিক সংগ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "যে সংস্কৃতি জনগণের নয়, তা শেষপর্যন্ত শাসকশ্রেণির অস্ত্র হয়ে ওঠে।'' আজকের ভারতে শাসককূলের সেই ধারণা হল- "তুমি আগে হিন্দু, নয় মুসলিম। তারপর শ্রমিক", যা শ্রমজীবীদের মধ্যে এক বিপজ্জনক বিন্যাস তৈরি করেছে।

ভারতে আজ মূলধারার যে সংস্কৃতি প্রচারিত হচ্ছে অর্থাৎ মিডিয়া থেকে সিনেমা এবং রাজনৈতিক প্রচার, সব জায়গাতেই এক ধরনের কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব সমস্যাকে আড়াল করা হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে মানুষ তখন ক্ষুধা, শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না। ফ্যাসিবাদ শত্রু হিসেবে কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সামনে দাঁড় করায়। এরাই যেন সব সমস্যার মূল। হিটলার জার্মানিতে ইহুদিদের নিশানা করেছিল। ভারতে বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকদল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিশানা করেছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই প্রবণতা এখন স্পষ্ট। আসন্ন

বিধানসভা ভোটের আগে এস আই আরের নামে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাতিল প্রক্রিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভোটার বেশি বাদ গিয়েছে। তারপর ব্যাপকভাবে বাদ গিয়েছেন নারী, আদিবাসী, দলিত এমনকি হিন্দু, বিশেষকরে মতুয়া সম্প্রদায়। এবার শুরু হবে ট্রাইবুন্যাল প্রক্রিয়া। এই ট্রাইব্যুনাল প্রক্রিয়াতে বহু মানুষের ভোটাধিকার যে রক্ষা হবে না, এই নিয়েও কোনও সংশয় নেই।

একসময়ের শ্রেণি-চেতনার জায়গায় এখন পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতি প্রবল হয়েছে। শ্রমিকের মজুরি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের প্রশ্ন, বাসস্থান-এই প্রশ্নগুলি ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে উঠে আসছে, কে কোন ধর্মের, কে কোন সম্প্রদায়ের, এইসব প্রশ্ন। ফলে শ্রেণি ঐক্য ভেঙে পড়ছে এবং শাসকশ্রেণি তার সুযোগ নিচ্ছে ও আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠা এই বিভাজনকে শুধু ব্যবহারই করছে না, বরং পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন করছে। একদিকে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে নীতি প্রণয়ন, অন্যদিক জনগণের মধ্যে ঘৃণা ও ভয়ের রাজনীতি, এই দ্বৈত কৌশলই আজকের রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র। আসলে এটি শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে এক সুসংঠিত শ্রেণি- যুদ্ধ যা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বিকল্প কী? এখানেই আসে শ্রমজীবী মানুষের বকিল্প সংসকৃতির প্রশ্ন। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোনা করতে গিয়ে মাও জে দং বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তারে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতচার ভিতর দিয়ে অর্থাৎ বিকল্প সংস্কৃতি কোনও বইয়ের পাতা থেকে তৈরি হয় না, এটি তৈরি হয়সংগ্রাম, সংগঠন এবং ঐক্যের মধ্য দিয়ে। এই নন সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হবে- ধর্মীয় বা জাতিগত বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে শ্রেণি-পরিচয়কে সামনে আনা, শ্রমকে মর্যাদা দেওয়া এবং উৎপাদনকারী ত মানুষের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা, কৃত্রিম ডি জাতীয়তাবাদের বদলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ক সংহতির ধারণা গড়ে তোলা। আজ প্রয়োজন, শ্রমিক- কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন করে সাংস্কৃতিক ত আন্দোলন গড়ে তোলা। যেখানে গান, সাহিত্য, নাটক, সিনেমা সবকিছুতেই উঠে আসবে নি বাস্তব জীবনের সংগ্রাম, শোষণের বিরুদ্ধে ক প্রতিবাদ এবং ঐক্যের বার্তা। কারণ, যতদিন পর্যন্ত শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি মানুষের চেতনা কে নিয়ন্ত্রণ করবে, ততদিন অর্থনৈতিক শোষণের ত বিরুদ্ধে লড়াইও দুর্বল থাকবে। অতএব, লড়াইটা শুধু রাস্তায় নয়, কারখানায় নয়, লড়াইটা মনের ভিতরেও। সেই লড়াই জিততে গেলে দরকার- নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব চেতনা এবং শ্রেণি-ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক তে নতুন সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি। সুস্থধারার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চর্চা সমাজে যত কমতে থাকে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রা তত বেশি বাধাগ্রস্ত হতে থাকে, বিপদের সম্মুখীন হতে থাকে, সমাজে অস্থিরতা বাড়তে থাকে, সমাজের অবক্ষয় শুরু হতে থাকে, সর্বোপরি সমাজ তার বাসযোগ্যতা হারিয়ে অসারে পরিণত প্র হয়। এই অসারতার অন্ধকার প্রতিক্রিয়াশীল জ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য অবারিত সম্ভাবনা তৈরি করে।

সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমেই আলোকিত চি সমাজ ও মানুষ গড়া সম্ভব। সব অপশক্তিকে প্রতিহত করার অন্যতম উপায় হলো সুস্থ গণ সংস্কৃতিচর্চা। তাই সব অপশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গণ সংস্কৃতিচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় মে দিবস উপলক্ষ্যে মিছিল। ছবি নিজস্ব।

রিয়েল-টাইম বিপর্যয় সতর্কতায় 'সেল ব্রডকাস্ট অ্যালার্ট সিস্টেম' চালু করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ মে (আইএএনএস): প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সতর্কতা পৌঁছে দিতে কেন্দ্র সরকার 'সেল ব্রডকাস্ট অ্যালার্ট সিস্টেম' চালু করল। শনিবার এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

সরকার জানিয়েছে, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি-র সহযোগিতায় এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র নির্দেশনায় এই আধুনিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্যোগ, জরুরি অবস্থা ও জননিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরাসরি নাগরিকদের মোবাইল ফোনে রিয়েল-টাইমে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে শনিবার সারা দেশে সিস্টেমটির সফল পরীক্ষাও করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মোবাইল ব্যবহারকারীরা জোরালো বিপ শব্দসহ 'ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট' বার্তা পেয়েছেন।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, সুনামি, ভূমিকম্প, বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা গ্যাস লিকের মতো মানবসৃষ্ট বিপদের ক্ষেত্রেও এই সিস্টেম দ্রুত সতর্কবার্তা পাঠাতে সক্ষম হবে।

এই অ্যালার্টগুলি পাঠানো হচ্ছে দেশীয় 'সচেত' (স্যাচেট) ইন্টিগ্রেটেড অ্যালার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে, যা তৈরি করেছে সি-ডট। এটি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের নির্ধারিত কমন অ্যালার্টিং প্রোটোকলের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

সরকার জানিয়েছে, বর্তমানে সারা দেশে ফ্ল্যাশ এসএমএসের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার পরীক্ষা চলছে। একটি নমুনা বার্তায় বলা হয়েছে, "২ মে ২০২৬ আপনার এলাকায় সেল ব্রডকাস্ট অ্যালার্ট পরীক্ষা করা হবে। এই বার্তা পেলে আতঙ্কিত হবেন না, কোনও পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই।"

এই সিস্টেম চালু হলে দেশের সব মোবাইল ফোনে একাধিক ভারতীয় ভাষায় জরুরি সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গণনা কেন্দ্রের আরও-র বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ তৃণমূলের, পোস্টাল ব্যালট 'অননুমোদিত' বাছাইয়ের দাবি

কলকাতা, ২ মে (আইএএনএস): পোস্টাল ব্যালটের 'অননুমোদিত' বাছাইয়ের অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস শনিবার ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করল। অভিযোগটি করা হয়েছে কলকাতার খুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র গণনা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের দাবি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই গণনা কেন্দ্রের স্ট্রংরুমে সন্দেহজনক নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায়। অভিযোগ, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্টদের অনুপস্থিতিতে পোস্টাল ব্যালটের খাম বাছাই করা হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেলেঘাটা কেন্দ্রের প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং শ্যামপুকুরের প্রার্থী শশী পাঁজা গণনা কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন।

নির্বাচন কমিশনকে লেখা চিঠিতে তৃণমূল জানিয়েছে, "৩০ এপ্রিল ২০২৬-এ খুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালটের খাম প্রার্থীদের প্রতিনিধি বা এজেন্টদের উপস্থিতি ছাড়াই এবং পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বাছাই করা হয়েছে। এর সিসিটিভি ফুটেজও সংযুক্ত করা হয়েছে।"

দলের অভিযোগ, এই কাজ নির্বাচন কমিশনের হ্যান্ডবুকের নির্দিষ্ট নির্দেশিকার পরিপন্থী, যেখানে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াকরণে প্রার্থী বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে।

তৃণমূল আরও দাবি করেছে, এই ধরনের কাজ ভোটের গোপনীয়তা ও আইনি বিধি লঙ্ঘনের সামিল এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সমতা নষ্ট করে।

দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করতে হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের সব গণনা কেন্দ্র ও স্ট্রংরুমে পোস্টাল ব্যালটের যে কোনও অননুমোদিত প্রক্রিয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিতে হবে।

এছাড়া, প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সিসিটিভি ফুটেজ ও গণনা কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার খুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা ও ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে।

এদিকে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর কেন্দ্রের ইভিএম রাখা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল-এর স্ট্রংরুম পরিদর্শনে যান। প্রায় চার ঘণ্টা সেখানে থাকার পর তিনি রাজ্যের সব প্রার্থীকে রাতে গণনা কেন্দ্রগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন।

ইডির তলবে আবার সুজিত বসু, পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নয়া ডাকা

কলকাতা, ২ মে (আইএএনএস): পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের তলব করা হল রাজ্যের দমকলমন্ত্রী ও বিধাননগরের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসুকে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সূত্রে খবর, তাঁকে আগামী ৬ মে আবার হাজিরা দিতে বলা হয়েছে এবং সে সময় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু নথি সঙ্গে আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে হাজিরা দেন সুজিত বসু। প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিনি বেরিয়ে আসেন। ইডি সূত্রে জানা গেছে, তাঁর দেওয়া নথিপত্র যাচাই করা হবে।

উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার সুজিত বসুকে তলব করেছিল ইডি। তবে তিনি নির্বাচনী ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে হাজিরা দিতে পারেননি বলে দাবি করেছিলেন। ভোটপর্ব শেষ হতেই তিনি শুক্রবার ইডি দফতরে উপস্থিত হন। শুধু সুজিত বসুই নন, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুকেও তলব করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে সুজিত বসুর বাড়ি ও দফতরেও তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

বারবার তলবের বিরুদ্ধে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চ তাঁকে ১ মে ইডি দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী তিনি শুক্রবার হাজিরা দেন।

দফতর থেকে বেরিয়ে সুজিত বসু বলেন, "আমি সাক্ষী হিসেবে এসেছিলাম। তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য ডাকলে অবশ্যই আসব।" একই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "হয়রানির জন্য কাউকে ডাকা উচিত নয়। ব্যবসা করা অপরাধ নয়, চুরি করা অপরাধ।"

এই একই মামলায় রাজ্যের আরেক মন্ত্রী রথীন ঘোষকেও তলব করেছে ইডি। তাকেও একাধিকবার ডাকা হলেও নির্বাচনী ব্যস্ততার কথা জানিয়ে তিনি সময় চেয়েছিলেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে এই মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তাঁর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জানুয়ারি ও ২০২৫ সালের অক্টোবরে সুজিত বসুর বাড়ি ও দফতরে ইডি অভিযান চালায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের ঠিকানাতেও তল্লাশি হয় বলে সূত্রের খবর। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে আগামী সোমবার।

ভোটগণনায় কেন্দ্রীয় কর্মী মোতায়েন সংক্রান্ত ইসির সার্কুলারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত তৃণমূলের

কলকাতা, ২ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে ভোটগণনার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী মোতায়েন সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের সার্কুলার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে শনিবার স্বাগত জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই নির্দেশ প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের জন্য একটি ধাক্কা।

তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ তাদের অবস্থানকেই সঠিক প্রমাণ করেছে। দলের বক্তব্য, আদালতে যে বিষয়টি তোলা হয়েছিল তা হল ওই নির্দেশ এমনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল, যাতে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর সংস্থার কর্মীদেরই ভোটগণনার সুপারভাইজার ও সহকারী হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছিল।

দলের মতে, এই ধরনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিরপেক্ষ ও সুষম ভোটগণনা প্রক্রিয়ার পরিপন্থী।

তৃণমূলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে ১৩ এপ্রিল ২০২৬-এর বিজ্ঞপ্তির ধারা ১-কে সেই বিজ্ঞপ্তির দ্বিতীয় পাতার মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে, যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় স্তরের কর্মীদের এলোমেলো (র‍্যান্ডম) বাছাইয়ের কথা বলা হয়েছে।"

এছাড়াও আদালতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সওয়াল করা প্রবীণ আইনজীবী ডামা শেশাদ্রি নাইডুর আশ্বাসের উল্লেখ করে তৃণমূল জানিয়েছে, কমিশন সার্কুলারটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।

রাজ্যের শাসকদল আরও জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর আশা করা যায় যে ৪ মে ভোটগণনা প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সুষমভাবে।

অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের করা আবেদন, যেখানে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, তাতে আর অতিরিক্ত কোনও নির্দেশের প্রয়োজন নেই। বিচারপতি পি.এস. নরসিমহা ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বিশেষ বেঞ্চ জানায়, নির্বাচন কমিশনই গণনার কর্মী নির্বাচন করতে পারে এবং ১৩ এপ্রিলের সার্কুলারে রাজ্য সরকারি কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ভুল নয়।

নির্বাচন কমিশনও আদালতে জানিয়েছে, তৃণমূলের আশঙ্কা ভিত্তিহীন। সার্কুলারে স্পষ্ট বলা আছে যে ভোটগণনায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরের কর্মীদের মিশ্রণ থাকবে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪ আসনের বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় ২৩ ও ২৯ এপ্রিল সম্পন্ন হয়েছে। ভোটগণনা হবে ৪ মে।

ছত্তিশগড়ে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্র ভেঙে দিল পুলিশ, ১০ কেজির বেশি গাঁজাসহ গ্রেফতার ৪

মহাসমুন্দ (ছত্তিশগড়), ২ মে (আইএএনএস): ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলায় বড়সড় আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স ও পুলিশ। যৌথ অভিযানে ১০.২৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় দুই দম্পতিসহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।ধৃতরা হলেন সারাইপালির বাসিন্দা শঙ্কর বেহেরা (৪৫) ও তাঁর স্ত্রী চঞ্চল বেহেরা (৩০), এবং ওড়িশার বৌধ জেলার বাসিন্দা কপিল বকুল (২৩) ও তাঁর স্ত্রী রশ্মি বকুল (২০)।পুলিশ জানিয়েছে, মাদক পাচারের কাজে ব্যবহৃত দুটি গাড়ি এবং দুটি মোবাইল ফোন-সহ মোট ৩.১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্তরা ওড়িশা থেকে গাঁজা এনে সারাইপালির দেবলভাটা এলাকায় ছোট ছোট প্যাকেটে ভাগ করে বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল। তবে বাজারে ছড়ানোর আগেই পুলিশ সেই চালান আটক করে।পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের মধ্যে এক দম্পতি নিজেদের পরিবার হিসেবে দেখিয়ে সন্দেহ এড়ানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু নজরদারির সময় তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ তাদের ওপর নজর রাখে।অভিযানের বিস্তারিত জানিয়ে পুলিশ জানায়, ৩০ এপ্রিল গোপন সূত্রে খবর মেলে যে, ওড়িশা থেকে আসা কয়েকজন ব্যক্তি স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে গাঁজার অবৈধ ব্যবসা করতে চলেছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সারাইপালি থানার অন্তর্গত অর্জুন্দা গ্রামের কাছে পুলিশ টিম মোতায়েন করা হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মোটরসাইকেলে এক ব্যক্তি ও এক মহিলা এসে পৌঁছয়। পরে আরও এক ব্যক্তি অন্য একটি বাইকে একটি বস্তা নিয়ে সেখানে আসে এবং সেটি প্রথম ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়। ঠিক সেই সময় পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং চারজনকেই আটক করে।

বস্তাটি তল্লাশি করে ১০ কেজি ২৭০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর মাদকদ্রব্যটি বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ২০(বি) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত তিন মাসে মহাসমুন্দ জেলায় ৮১টি পৃথক মামলায় মোট ৫,৭৭৯.৮৩১ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে এবং ২১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩ জন ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা, আর ১৬০ জন অন্যান্য রাজ্যের, যা আন্তঃরাজ্য পাচার চক্রের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের ইঙ্গিত দেয়।এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও চক্রের খোঁজে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দিল্লিতে প্রায় ২ কেজি গাঁজাসহ মাদক পাচারকারী গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ২ মে (আইএএনএস): মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশ-এর পূর্ব জেলার অ্যান্টি-অটো থেফট স্কোয়াড এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এবং তার কাছ থেকে ১.৯৫৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পাওয়া যায়। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুরো মাদক চক্রের যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে।

অধিকারিকরা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে মাদক পাচার বাড়ার আশঙ্কায় একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল, যারা নজরদারি চালাচ্ছিল। গত ২৭ এপ্রিল গাজিপুর এলাকার সবজি মণ্ডির কাছে গাঁজা বিক্রির খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়।

সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে দেখে পুলিশ তাকে আটকানোর চেষ্টা করলে সে পালানোর চেষ্টা করে। তবে তৎপর পুলিশ কর্মীরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়।

ধৃতের নাম নীরজ কুমার (২৪), বিহারের মুজাফরপুর জেলার বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে, সহজে অর্থ উপার্জন এবং নিজের নেশার খরচ চালাতে স্থানীয় স্তরে মাদক সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের পূর্ব অপরাধমূলক রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তদন্ত জারি রয়েছে।

বঙ্গ ভোটগণনায় বাড়তি পর্যবেক্ষক ও পুলিশ অবজারভার নিয়োগ ইসির

কলকাতা, ২ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা ঘিরে নজরদারি ও নিরাপত্তা জোরদার করতে অতিরিক্ত ১৬৫ জন কাউন্টিং অবজারভার এবং ৭৭ জন পুলিশ অবজারভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। শনিবার বিকেলে জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

ইসির তরফে জানানো হয়েছে, ৪ মে ভোটগণনার দিন যাতে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, ভীতি-মুক্ত ও স্বচ্ছ পরিবেশে গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই অতিরিক্ত অবজারভারদের মোতায়েন করা হচ্ছে। সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ২০বি ধারার আওতায় এই নিয়োগ করা হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়কালে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকরা কমিশনের অধীনে ডেপুটেশনে থাকবেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেসব বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক কাউন্টিং হল রয়েছে, সেই ১৬৫টি কেন্দ্রে বিদ্যমান কাউন্টিং অবজারভারদের সহায়তার জন্য অতিরিক্ত অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ৭৭ জন পুলিশ অবজারভারকে গণনা কেন্দ্রগুলির আশেপাশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই পুলিশ অবজারভাররা ভোটগণনার হলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

ইসির নির্দেশ অনুযায়ী, রিটার্নিং অফিসার (আরও)-রা ইসিআইনেট মডিউলের মাধ্যমে কাউন্টিং কর্মী, প্রার্থী এবং তাদের এজেন্টদের জন্য কিউআর কোড-ভিত্তিক ফটো আইডি কার্ড ইস্যু করবেন। ওই আইডি ছাড়া কাউন্টিং সেন্টারে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

এছাড়া, কাউন্টিং হলের ভিতরে মোবাইল ফোন বহনে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কমিশন শুধুমাত্র কাউন্টিং অবজারভার এবং রিটার্নিং অফিসার ছাড়া অন্য কেউ মোবাইল নিয়ে ঢুকতে পারবেন না।কমিশন আরও জানিয়েছে, কন্টোল ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ফর্ম ১৭সি-২ কাউন্টিং সুপারভাইজাররা প্রস্তুত করবেন এবং তা কাউন্টিং এজেন্টদের সামনে দেখিয়ে তাদের স্বাক্ষর নেওয়া হবে। প্রয়োজনে এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তিও করা যাবে।

প্রতিটি টেবিলে থাকা মাইক্রো-অবজারভাররাও আলাদাভাবে ফলাফল নথিভুক্ত করবেন এবং প্রতিটি রাউন্ড শেষে তা কাউন্টিং অবজারভারের কাছে জমা দেবেন ক্রস-ভেরিফিকেশনের জন্য।

৪ মে ফলাফল, বামেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে বড় পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২ মে (আইএএনএস): উচ্চ ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের পর ৪ মে ঘোষিত হতে চলা জনমত বামপন্থী দলগুলির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেরলে জোট সরকার বজায় রাখা ছাড়া দেশের অন্যান্য রাজ্যে বামেদের প্রভাব অনেকটাই কমে গিয়েছে।

এক্সিট পোলগুলিতে যদিও তিরুবনন্তপুরমে ক্ষমতার পালাবদলের ইঙ্গিত মিলেছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে মূল লড়াইয়ের পাশাপাশি বামফ্রন্ট নিজেদের সংগঠনে নতুন ও তরুণ মুখ তুলে আনার চেষ্টা করে আলোচনায় এসেছে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৯২টিতে প্রার্থী দিয়েছে বামপন্থীরা, যার মধ্যে অনেকেই ৪৫ বছরের নিচে এবং যুব সংগঠন থেকে উঠে আসা। তবে এই নতুন প্রজন্মের নেতারা কতটা তৃণমূল ও বিজেপির দখলে থাকা রাজনৈতিক জমিতে প্রভাব ফেলতে পারবেন, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় এটি যে বামেদের টিকে থাকার লড়াই, তা স্পষ্ট।

কে ব. ে ল সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) এখনও প্রাসঙ্গিক রয়েছে। ১৯৫৭ সালে বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার গঠনের ইতিহাস রয়েছে সেখানে। ১৯৮০-র দশক থেকে এলডিএফ ও ইউডিএফ পালা করে ক্ষমতায় এসেছে এবং ১৯৮০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ছয়বার সরকার গঠন করেছে।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকার প্রশাসনিক সাফল্যের দাবি করলেও দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, স্থবিরতা এবং নেতৃত্বকেন্দ্রিকতার অভিযোগের মুখে পড়েছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও শিল্পোন্নয়ন নিয়েও সমালোচনা রয়েছে, বিশেষত রাজ্যের আর্থিক চাপ ও যুব বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে।

পশ্চিমবঙ্গে একসময় সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত শক্তিশালীকরণ এবং জনমুখী নীতির মাধ্যমে তারা শক্ত ভিত গড়ে তোলে। জ্যোতি বসুর পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শিল্পায়নের উপর জোর দিলেও সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের জেরে গ্রামীণ সমর্থন ক্ষয়ে যায়।২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করে। এরপর ধীরে ধীরে রাজ্যে বামেদের প্রভাব কমতে থাকে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে তারা একটি আসনও পায়নি এবং ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ আসনের একটিতেও জয় পায়নি।

ত্রিপুরাতেও ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এসে দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটায়।

বর্তমানে বামেদের সাংগঠনিক সংকটের একটি বড় কারণ প্রবীণ নেতৃত্বের আধিক্য। এই পরিস্থিতি বদলাতে দল সর্বভারতীয় স্তরে ৭৫ বছরের উর্ধসীমা নির্ধারণ করেছে এবং রাজ্যস্তরেও ৭০ বছরের বেশি বয়সী নেতাদের সরিয়ে তরুণদের সামনে আনার উদ্যোগ নিয়েছে।

এই প্রজন্ম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ না হলেও, প্রথমবার ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো, সামাজিক মাধ্যমের রাজনীতিতে মানিয়ে নেওয়া এবং তুলনামূলকভাবে নমনীয় ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মে দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের সংযুক্ত ফোরামের সাংবাদিক সম্মেলন আগরতলা প্রেস ক্লাবে। ছবি নিজস্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 2 03-05-2026, 01:25

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভিটামিন ডি-র ঘাটতি পা ও ত্বকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত

ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা হাড়, পেশি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও আমরা প্রধানত সূর্য্যালোক থেকে ভিটামিন ডি সংগ্রহ করি, তবে কিছু নির্দিষ্ট খাবার থেকেও এটি শরীরে প্রবেশ করে। আধুনিক ব্যস্ত জীবনযাপন, ঘরের অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় থাকা, সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাব এবং দূষণের কারণে সূর্য্যের আলো কম পাওয়া — এইসব কারণে অনেকেই অজান্তেই ভিটামিন ডি-এর ঘাটতিতে ভুগছেন। এই ঘাটতির প্রভাব অনেকসময় শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অংশ, বিশেষ করে ত্বক ও পায়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে শুরু করে। পায়ের ওপর এই ঘাটতির সরাসরি প্রভাব পড়ে হাড় ও পেশির দুর্বলতার মাধ্যমে। পায়ের পাতায় ব্যথা, বিশেষ করে গোড়ালিতে জ্বালাভাব কিংবা পেশিতে টান ধরা --- এই উপসর্গগুলির পেছনে কারণ হতে পারে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি। কখনও কখনও হঠাৎ হাঁটার সময় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনাও দেখা যায়, বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে। এটি শুধু পেশির দুর্বলতার ইঙ্গিত নয়, বরং স্নায়ু সিস্টেমে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

অন্যদিকে, ত্বকের ক্ষেত্রেও এই ঘাটতি নানাভাবে প্রকাশ পায়। ভিটামিন ডি ত্বকের কোষ পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়। এর অভাবে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় ত্বকে ফুসকুড়ি বা অ্যালার্জির মতো র‍্যাশ দেখা দেয়, এমনকি ঘন ঘন স্কিন ইনফেকশন ও চুলকানির সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সবই ভিটামিন ডি-এর অভাবের কারণেও হতে পারে।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় কিছু সহজ পরিবর্তন আনা জরুরি। সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে অন্তত ২০-৩০ মিনিট সূর্য্যের আলোতে ত্বক খোলা রেখে থাকা দরকার। পাশাপাশি ডিমের কুসুম, সামুদ্রিক মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যায়। সেই সঙ্গে হাড় ও পেশির স্বাস্থ্য রক্ষায় হালকা ব্যায়াম অপরিহার্য।

ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি অনেকসময় ধীরে ধীরে শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি করে। বিশেষ করে পা ও ত্বকের পরিবর্তনকে অবহেলা না করে, দ্রুত সচেতন হওয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগই হতে পারে এর সবচেয়ে কার্যকর ও উপযোগী সমাধান।

নীরবে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে পাঁচ অভ্যাস

১. শক্তির ব্যায়াম না করা— শুধু হাঁটাহাঁটি বা কার্ডিওই যথেষ্ট নয়। স্ট্রেংথ ট্রেনিং (ওজন বা মাংসপেশি শক্ত করে, এমন ব্যায়াম) না করলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশি দ্রুত দুর্বল হয়। শরীর ভেঙে পড়ে। জিমে না গিয়ে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম হয়, এ রকম ঘরের কাজও করতে পারেন। ভারী জিনিস ওঠানামা করা, ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি।

২. স্ক্রিন টাইম— অধিক স্ক্রিন টাইম চোখে চাপ দেয়, ঘুমের মান খারাপ করে, মনোযোগ কমায় ও মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। স্ক্রিন টাইম বাদ দেওয়া মোটেও বাস্তবসম্মত নয়।

পড়াশোনা, অফিস, বিনোদন বা অন্যান্য কাজে স্ক্রিন টাইম দিনে ২-৪ ঘণ্টা হলে ভালো। ৪-৬ ঘণ্টা মানে বিপৎসীমার কাছাকাছি। আর ৬ ঘণ্টার বেশি হলে তা ক্ষতিকর। ৮ ঘণ্টার বেশি হলে মারাত্মক ক্ষতিকর। ৩. যেকোনো বিষয়ে কঠোরতা বা অতিরিক্ত জোরাজুরি— সবকিছু নিখুঁতভাবে করার অভ্যাস বা ব্যর্থ হলে সব শেষ বা নিজের ওপর অতিরিক্ত কঠোরতা, যেকোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়িমানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়ায়। এত জোরাজুরির কী আছে! জীবনটাকে একটু হালকাভাবে নিন। রিল্যাক্স!

৪. দীর্ঘ সময় বসে থাকা— একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ। উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী। রক্তে সুগার বাড়ায়। পেশি দুর্বল করে। পড়াশোনা বা পেশাগত কাজ; আপনার কাজটা যদি হয় বসে থাকার, তবে নিয়মিত বিরতি নিন। হাঁটাহাঁটি আর স্ট্রেচিং করুন।

৫. অনিয়মিত ঘুম— অস্থিতিশীল ঘুমের রুটিন মনোযোগ কমায়। ঘুম কম হলে মেজাজ ধরে রাখা কঠিন হয়। ক্লান্ত লাগে। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত ঘুম সাহায্য করে।

গরমে এই ৫ খাবার খেলেও বজায় থাকবে ইলেক্ট্রোলাইটের সমতা

এই গরমে সুস্থ থাকার একমাত্র দাওয়াই জল। জলের কোনও বিকল্প নেই। ঘাম হলে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়। তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থও শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এর জেরেই শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। আর তখনই পেশিতে টান ধরা, মাথা ধরা, ক্লান্তি-দুর্বলতার মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়।

গ্রীষ্মকালে সুস্থ থাকার জন্য চিকিৎসকেরা 'ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন' (ওআরএস)-এর জল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। ওআরএস হারানো ইলেক্ট্রোলাইটের সমতা ফেরাতে সাহায্য করে। ওআরএস-এর জলের পাশাপাশি নুন-চিনির জল, লেবুর জল, ডাবের জল ইত্যাদি খাওয়া যায়। তবে কোন সলিড ফুড খেলে ইলেক্ট্রোলাইটের মাত্রা বজায় থাকবে জানেন? এমন কিছু খাবার আছে, যেগুলি খেলে শরীরে ওআরএস-এর মতোই কাজ করে।

পটাশিয়ামে ভরপুর কলা— কলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে। এই মিনারেল শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে। এর জেরে পেশির কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি শরীরে ফ্লুইডের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। রোজের সঙ্গী করুন তরমুজকে এই গ্রীষ্মকালীন ফল শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে। তরমুজের মধ্যে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, যা হাইড্রেশনে সহায়তা করে। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ সচল রাখে এবং পেশির কার্যকারিতা উন্নত করে। তা ছাড়া তরমুজের জলের পরিমাণ প্রায় ৯২ শতাংশ। তাই এই গরমে রোজ তরমুজ খেলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যায় আর ভুগবেন না।

ডায়েটে রাখুন একবাটি টকদই— দই হলো সুপারফুড। আর এই গরমে টকদই হলো সুস্থ থাকার সহজ উপায়। এই খাবার শুধু শরীরকে ঠান্ডা রাখে না, বরং কমায় রোগের ঝুঁকিও। দইয়ের মধ্যে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সোডিয়ামের মতো উপাদান রয়েছে, যা হাইড্রেশনের জন্য জরুরি। রোজ একবাটি টকদই খেলেই এই গরমে রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারবেন। দইয়ের পাশাপাশি ঘোল, লস্যিও খেতে পারেন।

কামড় দিতে পারেন কাঁচা টম্যাটোয়--- শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে দুর্দান্ত সাহায্য করে টম্যাটো। এটি হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং পেশির কার্যকারিতা সচল রাখতে সাহায্য করে। টম্যাটোর মধ্যে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম ও সোডিয়ামের মতো মিনারেল রয়েছে। এ ছাড়া এর ৯৫ শতাংশ-ই জল। তবে টম্যাটো সব সময়ে কাঁচা অবস্থায় খেলে সবচেয়ে ভালো উপকার মেলে।

পাতে রাখতে পারেন পালংশাক— এটি শীতকালীন শাক হলেও গ্রীষ্মকালের জন্য বেশ উপকারী। পালংশাক শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এতে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালশিয়ামের মতো উৎপাদন রয়েছে, যা শরীরে ফ্লুইডের ভারসাম্য বজায়। তাই যদি সম্ভব হয়, তা হলে গ্রীষ্মকালীন ডায়েটেও পালংশাক রাখতে পারেন।

কখন স্নান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

স্নানের সঠিক সময় নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষ নেই। অনেকেই আছেন, যাঁদের স্নান সেরে বাইরে যাওয়ার অভ্যাস। এই পক্ষ মনে করে, ঘুম ঘুম ভাব কাটাতে সকালে স্নান অনেক কার্যকর। ঈষদুষ্ণ জলে ১০ মিনিটের স্নান আলস্য কাটিয়ে শরীরে জাগায় চাঙা ভাব। এতে কাজের উদ্দীপনা তৈরি হয়। তবে অপর পক্ষ মনে করে, রাতে স্নান সারা দিনের ক্লান্তি কাটাতে সাহায্য করে। রাতে আরামের ঘুম হয়।

কিন্তু স্নান নিয়ে বিজ্ঞান কী বলে

স্নান সারা দিনে তৈরি হওয়া ঘাম, ধুলা-ময়লা ও শরীর নিঃসৃত তেল দূর করে। যদি ঘুমানোর আগে স্নান না করা হয়, তাহলে শরীরের এসব ময়লা বিছানার চাদর, বালিশে লেগে যায়।

কেবল তা—ই নয়, ত্বকে জীবাণু সংক্রমণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। এক বর্গসেন্টিমিটার ত্বকে ১০ হাজার থেকে ১০ লাখ ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এগুলো ঘামগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তেল খেয়ে বাঁচে।

স্ট্যাফিলোকক্কাসের মতো ব্যাকটেরিয়া সালফারযুক্ত যৌগ তৈরি করে, যা ঘামের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী। তাই রাতে স্নান এক অর্থে বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। তবে এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিছুটা জটিল।

যুক্তরাজ্যের লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজিস্ট প্রিমরোজ ফ্রিস্টোন বলেন, রাতে স্নান সেরে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘুমাতে গেলেও সারা রাত ঘাম হয়। এমনকি ঠান্ডা আবহাওয়ায় একজন ব্যক্তি ২৫০—৩০০ মিলিলিটার পর্যন্ত ঘাম ঝরান। ৫০ হাজারের বেশি মৃতকোষ উৎপন্ন হয়, যা মাইট ও জীবাণুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। সে ক্ষেত্রে ঘুম থেকে ওঠার পরও গায়ে দুর্গন্ধ হতে পারে। ঘাম ও মৃত কোষ বিছানা—বালিশে মিশে ছত্রাক উৎপন্ন করতে পারে। যাঁদের রোগপরতিরোধক্ষমতা দুর্বল, যেমন অ্যাজমার রোগী বা যাঁদের ক্রনিক লাং ডিজিজ রয়েছে, তাঁদের এতে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তাই রাতে স্নানের চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে, নিয়মিত বিছানার চাদর বদলে ফেলা। প্রতিদিন বিছানার চাদর পরিষ্কার করলেই কেবল রাতে স্নানের সর্বোচ্চ উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে।

তবে রাতে স্নানের সমর্থকদের দাবি, এতে রাতের ঘুম ভালো হয়। এর পক্ষে প্রমাণও রয়েছে। ১৩টি গবেষণার ফলাফল তুলনা করে একটি মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঘুমানোর এক বা দুই ঘণ্টা আগে ১০ মিনিট ধরে উষ্ণ জলে স্নান করলে ঘুম তাড়াতাড়ি আসে।

ঘুমানোর সময় হলে শরীরের সারকাডিয়ান রিদম বা জৈবছন্দ শরীরের অভ্যন্তরীণ মূল তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এই তাপমাত্রা হ্রাসের ঘটনা শরীরকে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হতে বলার সংকেত হিসেবে কাজ করে।

আবার যাঁরা সকালে স্নানেরপক্ষে, তাঁরা মনে করেন, এতে রাতের ঘাম ও জীবাণু সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে দিনটি আরও সতেজ ও পরিচ্ছন্নভাবে শুরু হয়।

গরমে তরমুজ ত্বকের জন্য কার্যকর

এই গ্রীষ্মে বাইরে থেকে ঘরে ফিরে ঠান্ডা ঠান্ডা তরমুজ খেতে তো আমরা সবাই পছন্দ করি। তবে জানেন কি, রোদে পোড়া ত্বককে ক্লান্তি দূর করে সতেজ করতে গ্রীষ্মকালীন এই ফলের জুড়ি মেলা ভার। তরমুজের লাল অংশ, হালকা সবুজ অংশ, এমনকি খোসার কাছের স্তরটিও পুষ্টিগুণে ভরপুর।

তরমুজ ত্বকের জন্য কেন এত কার্যকর ত্বক যখন জলশূন্য হয়ে পড়ে, তখনই দেখা যায় রুক্ষতা, ক্লান্তি ও নিস্তেজ ভাব। তরমুজ ব্যবহার করলে তা ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্র করে, আর বাইরে এনে দেয় স্বাভাবিক সতেজতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তরমুজে থাকা ভিটামিন এ, সি, ই। এগুলো একসঙ্গে ত্বকের কোষকে নতুন করে গড়ে তোলে, কোলাজেন বাড়ায়, ত্বককে রাখে মসৃণ ও টান টান। বিশেষ করে খোসার কাছাকাছি অংশে থাকা ভিটামিন ই ত্বকের ক্ষতি সারিয়ে একে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে (স্কিন রিপেয়ারিং) সাহায্য করে। তরমুজে আছে প্রচুর অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট, যার মধ্যে লাইকোপিন উল্লেখযোগ্য। এটি ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কিছুটা রক্ষা করে এবং ত্বকের ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। শারমিন কচি বলেন, এই অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট ত্বককে শুধু মেরামতই করে না, বরং ভেতর থেকে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দেয়। সব ত্বকের জন্যই কি তরমুজ মানানসই শারমিন কচি বলেন, তরমুজ খুব সহজেই প্রায় সব ধরনের ত্বকের সঙ্গে মানিয়ে যায়, যেহেতু এখানে তীব্র রাসায়নিক কোনো উপাদান থাকে না। এটি আর্দ্রতা ফিরিয়ে এনে শুষ্ক ত্বককে নরম করে। তৈলাক্ত ত্বকেও আঠালো ভাব দূর করে এনে দেয় হালকা ও সতেজ অনুভূতি। আর মিশ্র ত্বকের ক্ষেত্রে এটি ত্বকের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, শুধু ত্বকে লাগিয়ে নয়, তরমুজ খাওয়ার মাধ্যমেও কাজ করে। বরং তা অধিক কার্যকর। কারণ, ভেতর থেকে আর্দ্রতা বজায় রাখাই আসলে ত্বকের জন্য বেশি উপকারী। তরমুজ দিয়ে ঘরোয়া টোটকা তরমুজ দিয়ে ত্বকচর্চা খুব জটিল কিছু নয়। শুধু খোসা বা রসালো অংশই নয়, ত্বকচর্চায় দারুণ কার্যকর তরমুজের বীজ, জানান শারমিন কচি। এগুলো শুকিয়ে গুঁড়া করে ঘরেই সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন প্রাকৃতিক স্ক্রাব, ত্বককে যা আলতোভাবে পরিষ্কার করবে ও ত্বকের মৃত কোষ দূর করবে।

হাইড্রেটিং প্যাক

তরমুজের রস বা পেস্টের সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে মুখে লাগাতে পারেন। সমপরিমাণে দুটি উপাদান মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে লাগালে ত্বক হবে কোমল। মধুর আর্দ্রতার গুণ আর তরমুজের জল একসঙ্গে ত্বককে গভীরভাবে হাইড্রেট করতে সাহায্য করে। উজ্জ্বলতার জন্য লেবু যদি ত্বকে একটু বাড়তি উজ্জ্বলতা চান, তবে তরমুজ পেস্টের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করতে পারেন। নিয়মিত লাগালে এটি ধীরে ধীরে ত্বকের দাগ ও রোদপোড়া ভাব কমাতে সাহায্য করবে।

তৈলাক্ত ত্বকে তরমুজের রস

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য তরমুজের পেস্ট নয়, বরং রস বেশি কার্যকর। তরমুজের রস মুলতানি মাটি বা যেকোনো শুকনা ফেসপ্যাকের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ত্বকের রোমকূপ কম দৃশ্যমান হয়।

তরমুজের রসের বরফ

তরমুজের রস ছেঁকে নিয়ে ফ্রিজে ছোট ছোট বক্সে রেখে দিতে পারেন। বাইরের গরম থেকে ফিরে এটি মুখে ঘষলে আরামের পাশাপাশি ত্বকের ক্লান্তি ও রোদপোড়া ভাব দূর হতে সাহায্য করবে। তবে খেয়াল রাখা জরুরি, তরমুজ দিয়ে তৈরি প্যাক, পেস্ট বা রস সব সময় তাজা অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে। প্যাক বানিয়ে রেখে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ, এতে প্রাকৃতিক উপাদান দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। প্রাকৃতিক উপাদান হলেও সংবেদনশীল ত্বকের ক্ষেত্রে ব্যবহারের আগে প্যাচ টেস্ট করা উচিত। চোখের আশপাশের নরম ত্বকে এটি ব্যবহার না করাই ভালো।

সকাল থেকে রাত অবধি থাকবে পারফিউমের গন্ধ, জানুন ব্যবহারের কৌশল

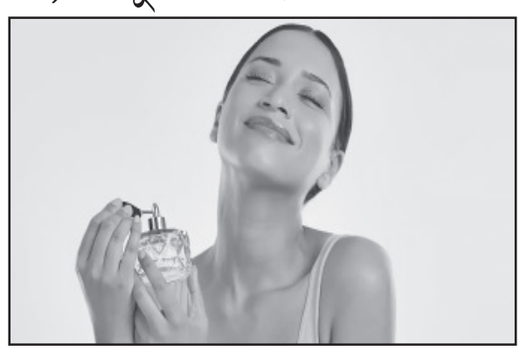

১. পারফিউমের গন্ধ টিকবে কী ভাবে? পারফিউমের গন্ধ কতক্ষণ টিকবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে আপনি শরীরের কোন অংশে সেটি ব্যবহার করছেন তার উপর। শুধু দামি পারফিউম ব্যবহার করলেই হবে না, সেটি সঠিক জায়গায় এবং সঠিক পদ্ধতিতে লাগানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন ফ্রেশ থাকতে হলে পারফিউম কোথায় লাগানো উচিত এবং কোথায় লাগাবেন না, সেটাও জানা প্রয়োজন।

২. ত্বকে লাগান পারফিউম

অনেকের অভ্যাস শার্ট বা জামার উপরে পারফিউম লাগানো, কিন্তু এই পদ্ধতি খুব কার্যকর নয়। কাপড়ে লাগালে গন্ধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তুলনায় ত্বকে তা লাগালে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায়। পাশাপাশি কিছু পারফিউম কাপড়ে দাগ ফেলতে পারে। তাই সরাসরি ত্বকে পারফিউম লাগানোই ভালো, বিশেষ করে শরীরের যেসব জায়গায় হালকা উষ্ণতা থাকে। যেমন কব্জি, গলার পাশে, কান পেছনে। এই জায়গাগুলিতে রক্ত চলাচল বেশি থাকায় হালকা গরম থাকে, ফলে পারফিউমের গন্ধ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। ৩. পালস পয়েন্টে লাগান পারফিউম

বুকের উপর হালকা করে পারফিউম লাগালে তার গন্ধ ধীরে ধীরে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সারাদিন একটি সতেজ অনুভূতি দেয়। এছাড়া কনুইয়ের ভিতরের দিক, হাঁটুর পেছনে এবং গোড়ালির মতো জায়গাগুলিও পারফিউম লাগানোর জন্য উপযুক্ত। এই সব জায়গায় পারফিউম লাগালে, তা ধীরে ধীরে গন্ধ ছড়ায় এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়। অনেকেই পারফিউম লাগানোর পর সেই স্থান খানিকটা ঘষে দেন, যা কিন্তু একদম ঠিক নয়। এতে পারফিউমের গন্ধের কণা ভেঙে যায় এবং তার স্থায়িত্ব কমে। এছাড়া পেটের আশপাশেও পারফিউম লাগানো যেতে পারে, কারণ এই অংশে শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকায় গন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৪. কোথায় পারফিউম লাগাবেন না? খুব বেশি ঘাম হয় এমন জায়গায় পারফিউম ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ ঘাম গন্ধকে দ্রুত নষ্ট করে দেয়। একই ভাবে খুব শুষ্ক ত্বকেও পারফিউম বেশি সময় স্থায়ী হয় না। তাই পারফিউম ব্যবহারের আগে হালকা ময়েশ্চারাইজার লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শজনে ও লাজনা মধ্যে পার্থক্য

শজনে ও লাজনা, নাম যেমন কাছাকাছি, দেখতেও প্রায় একই রকম। লাজনা মূলত শজনেরই একটি আধুনিক জাত। তবে দেখতে অনেকটা একরকম মনে হলেও এদের গঠন, ফুল, ফলন, গাছের আকার, আকৃতি এবং চাষপদ্ধতিতে আছে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য।

উদ্ভিদবিদ ও গবেষক জিনিয়া নাসরিন বলেন, 'শজনেকে যেমন কোথাও শজিনা বা মরিঙ্গা হিসেবে ডাকা হয়, অঞ্চলভেদে লাজনাকেও রাইখঞ্জন বা বহুপল্লভা বলে চেনেন কেউ কেউ। দেখতে প্রায় একই রকম হলেও এদের পার্থক্য আছে।'

প্রধান পার্থক্যগুলো

শজনে: দেশি শজনেগাছ সোজা ও লম্বা হয়, যা প্রায় ১০-১২ মিটার বা তারও বেশি উঁচু হতে পারে। এর ডালপালাও ওপরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে।

লাজনা: এটি মূলত একটি ঝোপালো বা বামন প্রজাতির গাছ। এর উচ্চতা সাধারণত ৪-৬ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফল সংগ্রহ করা অনেক সহজ।

কাণ্ড ও ডালপালার বৈশিষ্ট্য

শজনে: শজনের কাণ্ড শক্ত, বাকল বা ছাল কিছুটা মসৃণ ও পাতলা হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এটি বেশ মজবুত কাণ্ঠলগাছে পরিণত হয়। শজনের ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলেই নতুন গাছ জন্মে। শজনের চাষ হয় সাধারণত ডাল রোপণের মাধ্যমে।

লাজনা: লাজনার কাণ্ড কিছুটা নরম ও মোটা হয়। খুব দ্রুত বাড়ে কিন্তু সাধারণত শজনের মতো অতটা শক্তপোক্ত হয় না। শজনের মতো লাজনাগাছও ডাল থেকে চারা করা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বীজ থেকে চাষ করা হয় লাজনা।

ফুল ও ফলনের সময়

শজনে: শজনে মৌসুমি ফলনের গাছ। বছরে একবার (বসন্তের শেষ দিকে) ফুল আসে এবং একবারই ফল (ডাঁটা) দেয়। ফুলের রং সাদাটে বা অফ হোয়াইট। গাছে ফুল আসার সময় সব পাতা ঝরে যায়। ফুল থেকে ফল হয়েও তা পাতাশূন্য গাছেই ঝুলতে থাকে। লাজনা: বারোমাসি জাত হিসেবে পরিচিত। বছরে কমপক্ষে দুইবার (ক্ষেত্রবিশেষে সারা বছর) ফুল ও ফল দেয়। লাজনাগাছের ফুল সাজনার ফুলের চেয়ে আকারে ছোট হয়। এর রং গাঢ় ঘিয়ে।

লাজনা ফুলের পাপড়িতে লাল রঙের দাগ দেখা যায়, যা শজনের ফুলে থাকে না। ফুল এলেও লাজনাগাছের পাতা ঝরে না বললেই চলে। গাছে সারা বছরই পাতার দেখা পাওয়া যায়।

লাজনা রোপণের মাত্র ৬-৮ মাসের মধ্যেই এতে ফলন আসতে শুরু করে। যেখানে শজনে গাছ রোপণের পর ২ বছরের মতো সময় লাগে ফলন আসতে।

ডাঁটার স্বাদ ও আকার

শজনে: এর ডাঁটা কিছুটা চিকন, পাতলা এবং লম্বায় এক ফুটেরও বেশি হয়। শজনের ডাঁটা অনেক বেশি আঁশযুক্ত ও সুস্বাদু। ডাঁটা শুরু থেকে পোক্ত হওয়া পর্যন্ত একদম সবুজ সতেজ থাকে। ডাঁটাও হয় সোজা গড়নের। লাজনে কিছুটা মোটা আর খাটো আকারের হয়ে থাকেছবি: জিনিয়া নাসরিনের সৌজন্যে

লাজনা: লাজনার ডাঁটাগুলো বেশ খাটো এবং মাংসল হয়। অনেকের মতে, শজনের তুলনায় লাজনা কিছুটা কম সুস্বাদু। কখনো কখনো লাজনা কিছুটা তেতো স্বাদ টের পাওয়া যায়।

ডাঁটার রং কিছুটা ধূসর—সবুজ, তুলনামূলক মোটা আর হালকা বাঁকা গড়নের। ডাঁটার ভেতরের অংশ নরম হলেও বাইরের চামড়া বেশ শক্ত হয়। তবে দুটিরই ঔষধি গুণ অনেক। বসন্তের বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখে শজনে ও লাজনা।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিশ্রামগঞ্জ থেকে জম্পুইজলা জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

বিশ্রামগঞ্জ, ২ মে: প্রবল কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে বিশ্রামগঞ্জ থেকে জম্পুইজলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। একাধিক গ্রামে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি বড় গাছ উপড়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।

বিশ্রামগঞ্জের চিকন চড়া ভিলেজে ঝড়ের তাণ্ডবে বিল্লাল মিয়া ও আলাল মিয়ার বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আকস্মিক ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে তাঁদের বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, জম্পুইজলা ব্লকের জগাই বাড়ি ভিলেজে অবস্থিত তকতুরমা ব্যাপটিস্ট চার্চের উপর একটি বিশাল জাম গাছ ভেঙে পড়ে। এতে চার্চের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

চার্চের দায়িত্বপ্রাপ্তদের দাবি, ঘটনাটি প্রার্থনা সভার সময় ঘটলে বড় ধরনের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে তারা জানান।

ঝড়ের জেরে একাধিক এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর দাবিও জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে পড়ল বৈদ্যুতিক খুঁটি, আহত দু'জন

আগরতলা, ২ মে: গোমতী জেলার উদয়পুরের পালাটানা এলাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ালেও আহত হয়েছেন গাড়ির চালকসহ দু'জন।

জানা গেছে, কাঁকড়াবন থেকে উদয়পুর আসার পথে জামজুড়ি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি মারুতি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটারসহ খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে খুঁটিটি ভেঙে পড়ে এবং গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠান। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের দাবি, দুর্ঘটনা রুখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

ইচাই সোনাপুরে নদীভাঙন রোধ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

ধর্মনগর, ২ মে: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া ব্লকের ইচাই সোনাপুর এলাকায় নদীভাঙন প্রতিরোধে শুরু হওয়া এল.আই স্কিমের কাজ ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। জনস্বার্থে নেওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে নিম্নমানের কাজ ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

এলাকাবাসীর দাবি, নদীর তীর রক্ষায় ব্যবহৃত কংক্রিট ব্লকগুলির গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ। অভিযোগ, সিমেন্টের পরিমাণ খুবই কম রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালু ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ব্লকগুলি বসানোর আগেই ভেঙে পড়ছে, যা প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলছে।

প্রকল্পটি ধর্মনগর জলসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে হলেও কার্যকর তদারকির অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ঠিকাদার হিসেবে সিদ্ধার্থ চক্রবর্তীর নাম উঠে এসেছে, যাকে নিয়ে এলাকায় নানা বিতর্ক রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতি বছর বর্ষায় নদীভাঙনে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমি ও বসতভিটা হারানোর আশঙ্কায় দিন কাটাতে হয়। তাই এই প্রকল্প তাদের জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কিন্তু নিম্নমানের কাজের ফলে ভাঙন রোধের বদলে বিপদের আশঙ্কাই বাড়ছে।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের ভিযোগ, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরদারির অভাবে ঠিকাদার নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হচ্ছে।

এলাকাবাসীর জোর দাবি, অবিলম্বে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করতে হবে। পাশাপাশি গুণগত মান যাচাই করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে।

লেম্বুছড়ায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত, শ্রমিক ঐক্যের আহ্বান

আগরতলা, ২ মে: বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার কামালঘাট লোকাল কমিটির উদ্যোগে লেম্বুছড়া পার্টি অফিসে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। সকাল থেকেই পার্টি কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে।অনুষ্ঠানের সূচনায় রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন দিলীপ দাস। উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ, সদস্য নিরঞ্জন দাস, লোকাল কমিটির সম্পাদক রঞ্জন রায়, মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নেতা জয় রাম দাস, কাঞ্চন মুন্ডা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।সভায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা ১৮৮৬ সালের হে মার্কেট আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শ্রমিক অধিকার আন্দোলন বিশ্বব্যাপী নতুন দিশা পায় এবং আজও তার প্রভাব অব্যাহত।বক্তারা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধানে আন্তরিক নয় এবং শ্রমিকদের বিভক্ত করে রাখছে। তাঁদের মতে, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই।সভায় আরও বলা হয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কমিউনিস্ট কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।অনুষ্ঠানের শেষে দিলীপ দাস বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শ্রমিক শ্রেণির অধিকার রক্ষায় সংগঠিত শক্তিই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

গণনাকর্মী নিয়োগে হস্তক্ষেপে অনীহা সুপ্রিম কোর্টের, ইসিআই-কে সার্কুলার মেনে চলার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ৪ মে ভোটগণনার আগে বিশেষ শনিবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূল কংগ্রেসের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। একইসঙ্গে আদালত নির্বাচন কমিশনকে (ইসিআই) নির্দেশ দিয়েছে, তাদের জারি করা সার্কুলার "হুবহু মেনে চলতে হবে"।

বিচারপতি পি. এস. নরসিমহা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করে। তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। হাইকোর্ট আগেই ইসিআই-এর গণনাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিল।

শুনানির সময় ইসিআই-এর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী দামা নাইডু আদালতকে আশ্বস্ত করেন যে, ভোটগণনার সময় রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকবেন, যেমনটি কমিশনের সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে। এই আশ্বাস নথিভুক্ত করে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ লিভ পিটিশন (এসএলপি) নিষ্পত্তি করে দেয়।

বেঞ্চ জানায়, "এই মামলায় আর কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসিআই-এর সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবেএই বক্তব্য আমরা নথিভুক্ত করছি।"

তৃণমূলের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল যুক্তি দেন, গণনায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের অধিক নিয়োগ রাজ্য প্রশাসনের প্রতি অযথা সন্দেহ প্রকাশ করে এবং এটি সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। তিনি অভিযোগ করেন, সার্কুলারে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির কথা বলা হলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না।

তবে বিচারপতি বাগচী পর্যবেক্ষণ করেন, নিয়ম অনুযায়ী ইসিআই কেন্দ্রীয় বা রাজ্যযে কোনও সরকারি কর্মীকেই গণনার কাজে নিয়োগ করতে পারে।

বিচারপতি নরসিমহাও তৃণমূলের আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, গণনার সময় প্রার্থীদের এজেন্ট, মাইক্রো-অবজার্ভারসহ একাধিক পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকবেন।

আদালত শেষ পর্যন্ত জানায়, কমিশনের নিজস্ব সার্কুলার মেনে চলাই যথেষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা।

এর আগে কলকাতা হাইকোর্টও বলেছিল, গণনাকর্মী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারি বা সিপিএসইউ কর্মী নিয়োগে কোনও আইনি বাধা নেই এবং এটি সম্পূর্ণভাবে ইসিআই-এর এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। আদালত আরও জানায়, প্রতিটি গণনা টেবিলে মাইক্রো-অবজার্ভার ও প্রার্থীদের প্রতিনিধির উপস্থিতি থাকায় নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে।

বাংলায় ১৫টি বুথে শান্তিপূর্ণ পুনর্ভোট, প্রথম দুই ঘণ্টায় ভোট পড়ল ১৬.২৩ শতাংশ

কলকাতা, ২ মে (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুই বিধানসভা কেন্দ্রে ১৫টি বুথে শনিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া পুনর্ভোট এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের সহায়তায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে।প্রথম দুই ঘণ্টায়, অর্থাৎ সকাল ৯টা পর্যন্ত মোট গড় ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ১৬.২৩ শতাংশ।

সরকারি হিসেবে, মাগ্রাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র-এর ১১টি বুথে সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে গড়ে ১৬.৫৮ শতাংশ। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্র-এর ৪টি বুথে ভোটদানের হার ১৫.৮৩ শতাংশ বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।ভোটকেন্দ্রগুলিতে লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররা জানিয়েছেন, পুনর্ভোটের দিনে কোনও উত্তেজনা বা অশান্তির পরিস্থিতি নেই। সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে।তবে মগরাহাট পশ্চিমের কিছু বুথে লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন ভোটার পুনর্ভোটের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, ২৯ এপ্রিল মূল ভোটগ্রহণের দিন তাঁদের এলাকায় কোনও হিংসা বা সমস্যা দেখা যায়নি।উল্লেখ্য, মগরাহাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের ৪৬, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৪২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২৩০, ২৩১ ও ২৩২ নম্বর বুথ এবং ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ১১৭, ১৭৯, ১৯৪ ও ২৪৩ নম্বর বুথে পুনর্ভোট হচ্ছে।নিয়ম অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে। তবে সেই সময় লাইনে ভোটার থাকলে শেষ ব্যক্তি ভোট দেওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া চালু থাকবে।প্রসঙ্গত, এই দুই কেন্দ্রেই ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল। রাজ্যে মোট দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি এবং ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়।আগামী ৪ মে ভোটগণনা হবে এবং সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

MEMORENDUM

Name of Work:- Repair/Maintenance/ Installation of New Pump Motor at all the Pump Houses at 79 Tilla Qtr. Complex of AGMC & GBP Hospital during the year 2026 - 2027.
PNIT NO:- 44/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.
Tender ID: 2026 CEPWD_71386_1
DNIT NO:- 68/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.
The tender is hereby retendered due to administrative reason (technical issue).

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(B)
ILS Hospital Road, Agartala, Tripura

ICA/C-213/26

Central Selection Committee - 2026 Education (Higher) Department Govt. of Tripura

Date: 02/05/2026

Notice for Last & Final Extension of DEEET 2026 Online Application

This is for information to all concerned that time of application of DEEET 2026 has been extended from 05/05/2026 to 07/05/2026 for the interest of intending candidates. This is the Last & Final Extension. No further extension of time will be given in this regard. Portal address for applying online is https://deeet.tripura.gov.in/. Candidates are advised to check the notice section of official website of Higher Education Department, Government of Tripura for all updates.

Sd/-
(Dr.Tirtharaj Sen, FIE)
Chairman
Central Selection Committee

ICA/D-112/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No:-01/PNIe-T/EE/WRD-IV/BLN/2026-27 Dt.24-04-2026

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Water Resource Division No-IV, Belonia, South Tripura invites the percentage rated e-tender in single bid system from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/Railway/ P&T /Other State PWD/ Central & State Sector undertaking and also from the registered firm/company for the work having experience of this type of work as detailed below.

Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-01/385-433, Dated, Belonia the 24-04-2026.

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid documents	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rain Water Storage Project / M.I Storage Scheme at Avanga Cherra under Jolaibari Block in South Tripura /SH:- Construction of distribution pipeline during the year 2025-26. DNIe-T NO:- 25/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	Rs. 14,554,597.00	Rs. 291,092.00	06 (Six) Months	Rs. 4,000.00	Up to 15.00 Hrs on 08/05/2026	At 15.30 Hrs on 08/05/2026

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For & On Behalf of the Governor of Tripura

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

ICA/C-218/26

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

করার নির্দেশ দেন। আগরতলার আখাউড়া বর্ডারস্থিত নির্মীয়মান লাইট হাউস প্রকল্পের কাজ শেষ করার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে সিটি হাসপাতালের কাজ অতিসত্ত্বর শেষ করার নির্দেশ দেন। শহরের নিরাপত্তা ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে রাজ্যের নগর এলাকাগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা হ্রাস করতে ফুটপাতগুলিতে রেলিং বসানোর বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। একইভাবে উদয়পুরে গোমতী নদীর রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট, পাম্প হাউসগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে নতুন পাম্প হাউস তৈরি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের ২০টি নগর এলাকায় পিঙ্ক টয়লেট নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। শহরের ঐতিহ্য রক্ষায় আগরতলার গাঙ্গাইল রোডের বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের উন্নয়ন এবং শান্তিপাড়ার পুকুরে আরও একটি পাকা ঘাট তৈরীর নির্দেশ দেন তিনি। পরিবেশ রক্ষায় পূজার পর বিভিন্ন মূর্তি সঠিক স্থানে রাখা বা রিসাইক্যাল করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আগরতলা পুরনিগমের আধিকারিকদের উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ যেন নিয়মিতভাবে হয়, সেই দিকটিও তিনি নিশ্চিত করতে গুরুত্ব আরোপ করেন।

বৈঠকে এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প, স্যাটেলাইট টাউনশীপ প্রকল্প, আমরুত ২.০, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প, স্মার্টসিটি মিশন, শহরের সৌন্দর্যায়ণ, এসএএসসিআই স্কিম, মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সময়মতো শেষ করা এবং কাজের গুণমান বজায় রাখা, জনগণের প্রতি প্রশাসনের দায়বদ্ধতাকে আরও সুদৃঢ় করবে। আগরতলা সহ রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলোতে নাগরিক পরিষেবায় অত্যাধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে সুন্দর ও পরিকল্পিত ত্রিপুরা গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

৫০ পয়সা। তিনি দাবি করেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে অজুহাত হিসেবে দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে ধারাবাহিক নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলেই এই মূল্যবৃদ্ধি। ইউপিএ আমলে যেখানে সকল এলপিজি ব্যবহারকারী ভর্তুকি পেতেন, বর্তমানে তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে উজ্জ্বলা যোজনার অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকদের মধ্যেই।

প্রবীরবাবু আরও বলেন, শুধু এলপিজি নয়, সিএনজি ও পিএনজির দামও রাজ্যে লাগাতার বাড়ছে। দিল্লির তুলনায় ত্রিপুরায় সিএনজির দাম অনেক বেশি হওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের উচ্চ করনীতিকেই দায়ী করেন তিনি। অভিযোগ, বিভিন্ন কর ও সেসের বোঝা চাপিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে সরকার।

তিনি কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতিরও সমালোচনা করে বলেন, একদিকে সাধারণ মানুষের উপর জিএসটি ও অন্যান্য করের চাপ বাড়ানো হচ্ছে, অন্যদিকে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে বিপুল করছাড় দেওয়া হয়েছে। এতে আয়ের বৈষম্য আরও বেড়েছে।বিদ্যুৎ মাশুল, পরিবহন খরচ, রেজিস্ট্রেশন ফি, জলকরসহ একাধিক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মূল্যবৃদ্ধির কথাও তুলে ধরেন তিনি। তার অভিযোগ, গত কয়েক বছরে এসব খাতে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে।দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের অর্থনীতি নিয়ে সরকারের প্রচারিত তথ্য বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।সবশেষে তিনি বলেন, জনগণের উপর চাপানো এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নইলে সাধারণ মানুষের বাঁচা কঠিন হয়ে পড়বে। কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, আগামী দিনেও তারা এই ইস্যুতে আন্দোলন জারি রাখবে।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

কলসি ও বালতি হাতে নিয়ে বিলোনিয়া-শান্তিরবাজার সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। এতে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সৃষ্টি হয় যানজট। অবরোধকারীদের অভিযোগ, পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এতদিন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে কোনো প্রতিনিধি এলাকাতেও আসেননি।অবরোধ শুরুর প্রায় ২০ মিনিট পর পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আশ্বস্ত করেন, স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত গাড়িতে করে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই অবরোধ তুলে নেন এলাকাবাসী এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।তবে বিক্ষোভকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সময়মতো ও পর্যাপ্ত জল সরবরাহ না হলে তারা আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। তাঁদের দাবি, দ্রুত স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে হবে এবং এলাকায় একটি পৃথক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।অন্যদিকে, পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব দাস জানান, জল সরবরাহে দপ্তরের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো এলাকায় মাত্র দুটি গাড়ির মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, যা একেবারেই অপ্রতুল। তিনি আরও বেশি গাড়ির ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং অস্থায়ী ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার দাবি জানান।এখন নজর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দিকেকবে নাগাদ এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়, সেটাই দেখার।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম চন্দন দেবনাথ। তার বাড়ি পশ্চিম পিত্রা এলাকায়। পরবর্তীতে ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

৯ কেন্দ্রে

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার মোট ৪৪৯১ জন ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। পরীক্ষা সেন্টারে সকল পরীক্ষার্থীদের সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১.৩০ মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। সর্বভারতীয় এই প্রবেশিকা পরীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য ৩ জন নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ৯টি পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য ৯ জন নোডাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, ডিসিএম সুস্মিতা চক্রবর্তী, ডিসিএম রঞ্জিত কুমার দাস, ৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রের সেন্টার সুপারিনটেনডেন্টগণ, সিটি কো-অর্ডিনেটর ধর্মেন্দ্র মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

এলডিসি (গ্রুপ-সি) পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র (কারা) দপ্তরের জন্য অ্যালোপ্যাথি বিভাগে ৪ জন ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, এবারের বাজেটে চিফ মিনিস্টার্স অ্যাসিস্টেন্স টু আনমেরিড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট ডটার / সন নামে নতুন এক স্কিম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আজকের মন্ত্রিসভায় এই স্কিম চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে প্যারা মিলিটারিতে নিযুক্ত রাজ্যের যেসকল সৈনিক দেশ সেবায় শহীদ হয়েছেন তাদের ১৮ বছরের উর্ধে অবিবাহিত এবং নির্ভরশীল একজন কন্যা বা পুত্র সন্তানকে মাসিক ২ হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের একাধিক সন্তান থাকলেও কেবলমাত্র যেকোনও ১ জনকেই এই ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন রাজ্যের এমন সৈনিকদের বর্তমানে জীবিত ১২ জন স্ত্রীকে ১০ হাজার টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আজকের মন্ত্রিসভায় এই ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য, জেলা ও মহকুমা স্তরে নোডাল আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা ও মহকুমা স্তরে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল (কুইক রেসপন্স টিম) গঠন করা হয়েছে, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ফসলের ক্ষয়ক্ষতি জিও-ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের জন্য দপ্তরের মাঠকর্মীদের সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। জমি থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার জন্য নিষ্কাশনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে ধান ও শাকসবজির জমি থেকে। মন্ত্রী আরও জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার সব সময় কৃষকদের পাশে রয়েছে, কারণ কৃষক ও কৃষির উন্নয়ন ছাড়া রাজ্য ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষকরাই এই অর্থনীতির মেরুদণ্ড।

ভারী বৃষ্টির সর্তকবার্তা

● প্রথম পাতার পর

মিলিমিটার। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আগরতলায় মোট বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৩১.১ মিলিমিটার। পাশাপাশি কৈলাশহরেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিপুরাজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর, উনকোটি, ধলাই, খোয়াই এবং পশ্চিম জেলায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া এই সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়া, যার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেইসঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা হাওয়া ও বজ্রঝড় হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য জুড়ে পালিত বুদ্ধ পূর্ণিমা

আগরতলা, ২ মে: আজ বুদ্ধপূর্ণিমা তথা বৈশাখী পূর্ণিমা। দিনটি সারা পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। তবে ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার এবং তিব্বতে দিনটি বিশেষ ভাবে উদযাপিত হয়। সে মোতাবেক ত্রিপুরায় ধর্মীয় রীতি মেনেই ২৫৭০ তম বুদ্ধ পূর্ণিমা বেনুবন বিহার বৌদ্ধ মন্দিরে উদযাপন করা হয়েছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদযাপিত এই দিনটি বৈশাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। ভারতে এটি বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বুদ্ধ জয়ন্তী হিসেবে পালিত হলেও শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় 'ভেসাক' নামে পরিচিত।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পবিত্র তিথিতেই গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, বোধিলাভ করেন এবং মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাই দিনটি বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিন ভোর থেকেই ভক্তরা স্নান করে শুচিবস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে উপস্থিত হন। বুদ্ধের বন্দনা, ধ্যান এবং বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্মমতে, শ্রী বিষ্ণুর নবম অবতার হিসেবে গৌতম বুদ্ধকে গণ্য করা হয়।

শালবাগানে বিএসএফ সদর দপ্তরে 'সিসির বাটিকা' উদ্বোধন, শহিদকে শ্রদ্ধা

আগরতলা, ২ মে: দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী এক বীর সেনানীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার শালবাগানে বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার্সে উদ্বোধন করা হলো 'সিসির বাটিকা'। বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অলোক কুমার চক্রবর্তী।

জানা গেছে, 'সিসির বাটিকা' উৎসর্গ করা হয়েছে শহিদ শ্রী সিসির কুমার চক্রবর্তীর স্মৃতিতে, যিনি ১৯৯৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরায় দেশের সুরক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দেশের প্রতি অটল দায়বদ্ধতাকে সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ।

বিএসএফ-এর ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ট্রিবিউট ইন গ্রিন' ভাবনায় গড়ে তোলা এই বাগান শুধু স্মৃতিচারণ নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগানোরও একটি প্রয়াস। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্মবলিদান দেওয়া সকল সীমা প্রহরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোর প্রতীক হিসেবেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহিদ সিসির কুমার চক্রবর্তীর সহধর্মিণী শ্রীমতী বিপ্লবী চক্রবর্তীসহ বিএসএফ-এর জওয়ান এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন সেনা সদস্যরা। অনুষ্ঠানে শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁর অবদান স্মরণ করা হয়।

প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২ মে: সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে শনিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের প্রথম সভা। ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা বিশালগড়ের ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাসের উপস্থিতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ১১ জন ওয়ার্ড মেম্বার, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক এবং বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির প্রতিনিধিরা। পূর্বতন গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসকেই বর্তমানে নগর পঞ্চায়েত অফিসে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সেখানকার মিটিং রুমেই প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রসেনজিৎ দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও বিভিন্ন পরিষেবা চালু করা সম্ভব হচ্ছিল না। সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতেই এই প্রথম সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় জন্ম-মৃত্যু সনদ প্রদান, ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স, আর ও আর পরিষেবা, বিশ্রামগঞ্জ বাজারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং বাজার এলাকার উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়াও নগর পঞ্চায়েত এলাকার জাতীয় সড়কসহ বিভিন্ন রাস্তায় আলোকসজ্জার প্রস্তাবও তোলা হয়।

তিনি আরও জানান, বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের নামে একটি পোর্টাল চালু করার জন্য সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কাছে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। খুব শিগগিরই সেই পোর্টাল চালু হবে এবং চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক পরিষেবাগুলি নিয়মিতভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3 03-05-2026, 01:25

প্রধানমন্ত্রীর নামে অপপ্রচারের অভিযোগে বাইখোড়া থানায় মামলা দায়ের

আগরতলা, ১ মে: প্রধানমন্ত্রীর নামে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে বাইখোড়া থানায় লিখিত মামলা দায়ের করল ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপি। শুক্রবার যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি সহ দলীয় কর্মীরা থানায় এই অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বাইখোড়ার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন শিক্ষক সুকুমার দাস দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি দলকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। সম্প্রতি তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুপ্রচারমূলক কিছু পোস্ট শেয়ার করেছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপির পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপি যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, "প্রধানমন্ত্রীর নামে এই ধরনের অপপ্রচার কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই পুলিশ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।" পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কৈলাসহরে পানীয়জলের তীব্র সংকট, ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

কৈলাসহর, ১ মে: দীর্ঘ পনেরো থেকে কুড়ি বছর ধরে পানীয়জলের চরম সংকটে ভুগছে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অন্তর্গত গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের মহাদেবটিলা গ্রাম। বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসীরা। জানা গেছে, প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের বসবাস এই মহাদেবটিলা গ্রামে। কিন্তু এত বছরেও গ্রামে পানীয়জলের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। প্রায় দশ বছর আগে বিধায়ক তহবিল থেকে একটি জল পরিশোধন যন্ত্র বসানো হলেও তা গত সাত বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে, জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় প্রায় আট বছর আগে একটি পাম্প মেশিন বসানো হলেও সেটি এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ, নির্ধারিত জায়গায় পাম্প বসানো না হওয়ায় জমির মালিক দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই মামলা বিচারাধীন থাকায় পাম্পটি চালু করা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের দাবি, একাধিকবার পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিকদের লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মাঝে মধ্যে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এমনকি পনেরো দিনে একবার জল দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। এদিকে গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। রাস্তা বেহাল থাকায় অনেক সময় গাড়িও গ্রামে ঢুকতে পারে না, ফলে জল সরবরাহ আরও ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামবাসীরা আক্ষেপ করে বলেন, সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু আমাদের সমস্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। এত বছরেও পানীয়জলের স্থায়ী সমাধান হলো না। আমরা বহুবার জানিয়েছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জল না থাকায় খুব কষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে। ট্যাঙ্কারের জলও নিয়মিত পাই না, তাও খুব কম দেওয়া হয়।

গোটা রাজ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালিত

আগরতলা, ১ মে : আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশে শ্রমজীবী মানুষের উপর ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করতে হবে। আজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে বিজেপির বিরোধে সুর চড়ালেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস উদযাপিত হচ্ছে। আজ সকালে সিপিএমের রাজ্য দপ্তরে শ্রমিক সংহতি দিবস উদযাপিত হয়েছে। এদিনে বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাণ্ডবপুরে মদ বিক্রেতা হাতেনাতে আটক, মহিলাদের ভূমিকায় পুলিশের জালে অভিযুক্ত

আগরতলা, ২ মে: পাণ্ডবপুর স্কুলটিলা এলাকায় অবৈধ মদ বিক্রির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে শুক্রবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ এলাকার মহিলারা ও যুবকরা একযোগে অভিযান চালিয়ে উত্তম দাস নামে এক মদ বিক্রেতাকে হাতেনাতে আটক করেন।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবৈধ মদ বিক্রির জেরে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। এর প্রতিবাদে আগেই এলাকায় এক সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভবিষ্যতে কেউ মদ বিক্রি করতে ধরা পড়লে তাকে জরিমানা ও সামাজিক শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

অভিযোগ, সেই সিদ্ধান্তের পরেও গোপনে মদ বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছিল একাধিক ব্যক্তি। এলাকাবাসীর মতে, পাণ্ডবপুর স্কুলটিলা এলাকায় প্রায় ১২ জন মদ বিক্রেতা সক্রিয়, যার মধ্যে উত্তম দাসকে 'মূলচক্রী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শুক্রবার রাতে তার বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ উদ্ধার করা হয়। পরে খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তম দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আরও এক মদ্যপ ব্যক্তিকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এলাকার মহিলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে তাদের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এ ধরনের কাজে জড়াতে সাহস না পায়।

ধর্মনগরের ঐতিহ্যবাহী শিববাড়িতে চুরি, ধৃত অভিযুক্ত

ধর্মনগর, ২ মে: দেবমন্দিরও রেহাই পাচ্ছে না চোরের হাত থেকে। ধর্মনগরের ঐতিহ্যবাহী শিববাড়িতে দানবাক্স ভেঙে টাকা চুরির ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। পুরো ঘটনাটি মন্দিরে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। শনিবার সকালে সেই ফুটেজ দেখে মন্দির কমিটির সদস্যরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ধৃত ব্যক্তির নাম সুমন চক্রবর্তী। তার বাড়ি ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এলাকায় বলে জানা গেছে। অভিযুক্তকে ধরার পর উত্তেজিত জনতা তাকে গণধোলাই দেয়। পরে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং মন্দিরগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে।

খোয়াইয়ে বাড়ছে ছাগল চুরি, গ্রামবাসীর হাতে ধরা দুই অভিযুক্ত

আগরতলা, ২ মে: খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে ছাগল চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। এরই মধ্যে বুধবার বারবিল পাতাখাউরি এলাকায় গ্রামবাসীদের তৎপরতায় হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই অভিযুক্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় ছাগল চুরির ঘটনা ঘটছিল। এদিন দুই ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে গ্রামবাসীরা তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে চুরির অভিযোগে তাদের ধরে ফেলা হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেয়। গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের পুলিশের হাতে তুলে দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু আড়াই বছরের শিশুকন্যার, পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিশালগড়: পুকুরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল আড়াই বছরের এক শিশুকন্যার। মৃতের নাম আরিশা দেববর্মা। ঘটনাটি বিশালগড়ের রামদাস পাড়া এলাকায় ঘটে, যার জেরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

জানা গেছে, অসাবধানতাবশত বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায় ছোট্ট আরিশা। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেও শেষরক্ষা হয়নি।

ঘটনার পর শনিবার দুপুরে বিশালগড়ের ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস শিশুটির বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তহবিল থেকে চার লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে সকলকে আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ ক্র্যাশ ওয়ার্কারদের, ডেপুটেশন দপ্তরে

আগরতলা, ২ মে: বকেয়া বেতনের দাবিতে শনিবার বনদপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীন ক্র্যাশ ওয়ার্কাররা। দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। পরে বিক্ষোভকারীরা দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন। সেখানে দ্রুত বকেয়া বেতন মেটানোর দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশন গ্রহণ করে অধিকর্তা আশ্বাস দেন, চলতি অর্থবছরের বেতন আগামী ২০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হবে। পাশাপাশি, বকেয়া অর্থ ফান্ড পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তীতে মিটিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে মোট ১১৪টি সেন্টারে ক্র্যাশ ওয়ার্কাররা কর্মরত রয়েছেন। দীর্ঘদিন বেতন বকেয়া থাকায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সমস্যার সমাধান চেয়ে আন্দোলনে নামেন তারা।

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক আশঙ্কাজনক

আগরতলা, ২ মে: উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার রামনগর উপ্তাখালি এলাকার প্রধান সড়কে শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ ঘটে গেল এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। দুটি বড় গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন উভয় গাড়ির চালক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ঘটনাস্থলেই গাড়ি দুটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে উপ্তাখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

তবে আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাদের দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে দুই চালকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে এবং তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে "কলেজ বায়োটেক ক্লাবের" উদ্বোধন

আগরতলা, ২ মে : আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে গত ২৮ এপ্রিল 'কলেজ বায়োটেক ক্লাব'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল কলেজের আন্তঃ বিভাগীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের 'বায়োটেকনোলজি বিভাগ' থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তায় এই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা, কলেজের ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত ও গবেষণাধর্মী সম্ভাবনার প্রতি সরকারি স্বীকৃতির প্রতিফলন।

উক্ত অনুষ্ঠানের বায়োটেক ক্লাবের অধীনে নির্বাচিত একটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ রেখা উপস্থাপন করেন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে 'ওরাল প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি' বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ বীণা কাশ্যপ। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল প্যাথলজিস্টস' এর মশাল উন্মোচন। এটি ছিল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল প্যাথলজিস্টস'-এর উদ্যোগে দেশ ব্যাপী পরিচালিত মুখ গহ্বরের ক্যান্সার সচেতনতা অভিযানের একটি অঙ্গ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনো ডেন্টাল কলেজে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যা মুখগহ্বরের ক্যান্সার সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে-এর সক্রিয় ভূমিকারই পরিচায়ক।

এই অনুষ্ঠানের শিক্ষাগত পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রস্তুতকৃত মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বা প্যামফলেট গুলো প্রদর্শন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে তাঁদের সৃজনশীলতা, বৈজ্ঞানিক বোধগম্যতা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে। বায়োটেক ক্লাবের উদ্বোধন এবং তার পাশাপাশি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল প্যাথলজিস্টস'-এর মশাল উন্মোচন-এই দুটি অনুষ্ঠান সম্মিলিতভাবে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে-এর একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। উক্ত পদক্ষেপ গবেষণার ভিত্তিগুলি সুদৃঢ় করে, জনস্বাস্থ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে অর্থবহ বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে আরও উৎসাহিত করবে।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের বায়োটেকনোলজি অধিকারের অধিকর্তা ড. মহেন্দ্র সিং, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা, স্বাস্থ্য অধিকারের উপ অধিকর্তা (ডেন্টাল) এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের নোডাল অফিসার ডাঃ রাজেশ অনিল আচার্য। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বায়োটেকনোলজি অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ড. অঞ্জন সেনগুপ্ত এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ শালু রাই। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ ও আইজিএম হাসপাতালের অধ্যক্ষ এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত কাউন্টিং অবজারভার ও পুলিশ অবজারভার মোতায়েন করল নির্বাচন কমিশন

আগরতলা, ২ মে : ভারতের নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে গণনা প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য ১৬৫ জন অতিরিক্ত কাউন্টিং অবজারভার এবং গণনাকেন্দ্রগুলির আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা তদারকির জন্য ৭৭ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করেছে।

গণনা প্রক্রিয়া যাতে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, ভয়ভীতিমুক্ত এবং স্বচ্ছ পরিবেশে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত কাউন্টিং অবজারভার এবং পুলিশ অবজারভারদের মোতায়েন করা হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ২০বি অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশনকে অর্পিত ক্ষমতাবলে এই নিয়োগ করা হয়েছে। এই সময়কালে অবজারভাররা কমিশনের নিকট প্রতিনিযুক্ত বলে গণ্য হবেন এবং কমিশনের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করবেন।

যেসব বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক কাউন্টিং হল রয়েছে, এমন ১৬৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য কাউন্টিং অবজারভারদের সহায়তায় অতিরিক্ত কাউন্টিং অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে।

পুলিশ অবজারভাররা তাঁদের নির্ধারিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলির গণনাকেন্দ্রের আশপাশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা তদারকি করবেন এবং কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। তবে কোনো অবস্থাতেই ভোটগণনার দিনে পুলিশ অবজারভাররা কাউন্টিং হলে প্রবেশ করতে পারবেন না।

পুলিশ পর্যবেক্ষকরা গণনা পর্যবেক্ষক এবং গণনা প্রক্রিয়ার জন্য নিয়োজিত অন্যান্য নির্বাচনী কর্মী ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবেন।

রিটার্নিং অফিসার, গণনাকর্মী, প্রার্থী এবং তাঁদের এজেন্টদের পরিচয়পত্র রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক -এর একটি নির্দিষ্ট মডিউলের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে।

আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কাউন্টিং অবজারভার এবং রিটার্নিং অফিসার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কাউন্টিং হলের ভিতরে মোবাইল ফোন বহন করতে পারবেন না।

কন্ট্রোল ইউনিট (ঙ্খড্ড) থেকে প্রাপ্ত গণনার ফলাফল সম্বলিত ফর্ম ১৭সি-২ কাউন্টিং সুপারভাইজাররা কাউন্টিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে প্রস্তুত করবেন এবং তাঁদের স্বাক্ষরের জন্য তা কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে। কাউন্টিং এজেন্টরা চাইলে এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় করা হবে।

প্রতিটি টেবিলে নিয়োজিত মাইক্রো-অবজারভাররাও স্বাধীনভাবে ঙ্খড্ড ডিসপ্লে থেকে ফলাফল নোট করবেন এবং প্রতিটি রাউন্ড শেষে ক্রস-ভেরিফিকেশনের জন্য তা কাউন্টিং অবজারভারের কাছে হস্তান্তর করবেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে গ্রেজুয়েশন ডে উদযাপন

আগরতলা, ২ মে: শিক্ষা ভবনের উদ্যোগে শনিবার ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের নিয়ে আয়োজিত হল গ্রেজুয়েশন ডে। নার্সারি, কেজি-১ এবং কেজি-২এই তিন বছর সম্পূর্ণ করা পড়ুয়াদের অংশগ্রহণে দিনটি হয়ে ওঠে আনন্দঘন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওএসডি অভিজিৎ সমাজপতি, পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিকের ওএসডি উত্তম দেবনাথ, প্রাক্তন শিক্ষক মনোজ রায়সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।

সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ডিগ্রি বা মাস্টার ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর গ্র্যাজুয়েশন উদযাপন করা হয়। তবে ছোটদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান ওএসডি অভিজিৎ সমাজপতি।

তিনি আরও জানান, এর আগেও নরসিংহর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ধরনের অনুষ্ঠান শিশুদের মানসিক বিকাশ ও শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কমলপুরে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

আগরতলা, ২ মে: কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শহরের নজরুল ভবনে শুক্রবার বিকেল ৪টায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিবিএসই মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা এবং মেধা-দুঃস্থ পড়ুয়াদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

এবার কমলপুর সরকারি বিদ্যাজ্যোতি ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে সিবিএসই মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রাচী পাল প্রথম স্থান অধিকার করে। তাকে সহ মোট দশজন টপার ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা। উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল অভিজিৎ ভৌমিকসহ অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা বলেন, এবারের সিবিএসই পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত ভালো ফলাফল করেছে, যা অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করেছে। তিনি জানান, এই ধরনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করা এবং আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা স্মারক প্রদান করেন এবং মেধাবী-দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন।

মিথ্যা রাজনৈতিক হামলার অভিযোগে ত্রাণ তহবিলের অপব্যবহার, বিস্ফোরক দাবি রবীন্দ্র দেববর্মার

আগরতলা, ২ মে: নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের মিথ্যা অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুললেন ই.এম রবীন্দ্র দেববর্মা। তাঁর দাবি, বাস্তবে কোনো ঘটনা না ঘটলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে।

রবীন্দ্র দেববর্মা বলেন, সিমনা এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে যে ৩০ জনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যাঁদের নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের শিকার বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই ধরনের কোনো ঘটনাই সেখানে ঘটেনি। তাঁর অভিযোগ, এই মিথ্যা দাবি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ঘোষিত প্রায় ৬৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার একটি বড় অংশ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক ঝড়-বৃষ্টিতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষদের ত্রাণ তহবিল থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়নি। অথচ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে অন্যত্র টাকা বিতরণ করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সোনামুড়ার কৃতি ছাত্র মোঃ সেতাবের দুর্দান্ত সাফল্য, রাজ্যে সপ্তম স্থান

আগরতলা, ২ মে: এবারের সিবিএসই দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে সোনামুড়ার মুখ উজ্জ্বল করল কৃতি ছাত্র মোঃ সেতাব। সে সিপাহীজলা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি রাজ্যস্তরে সপ্তম স্থান দখল করেছে।

সোনামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র সেতাব মোট ৪৮৪ নম্বর পেয়ে ৯৬.৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার এই সাফল্যে খুশির জোয়ার বইছে গোটা সোনামুড়া এলাকায়।

মধ্য বক্সনগরের বাসিন্দা সেতাবের পিতা আইনজীবী মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং মাতা রহিমা খাতুন। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী সেতাবের এই সাফল্যের পেছনে পরিবার ও শিক্ষকদের অবদান অপরিসীম বলে জানিয়েছে সে। বিশেষ করে বড় ভাই মোঃ আফতাব, যিনি বর্তমানে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন, সবসময় তাকে সহযোগিতা করেছেন।

নিজের সাফল্যের রহস্য জানতে চাইলে সেতাব জানায়, নিয়মিত পড়াশোনা, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং শিক্ষকদের দিকনির্দেশই তাকে এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সে।

ছোটদের উদ্দেশ্যে সেতাবের বার্তা, "সময় নষ্ট না করে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলেই সাফল্য অর্জন সম্ভব।"

অভিভাবক থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষ সকলেই এখন সেতাবের এই কৃতিত্বে গর্বিত। আগামী দিনে সোনামুড়া মহকুমা থেকে আরও বেশি ছাত্রছাত্রী এ ধরনের সাফল্য অর্জন করবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

জুরি নদীর তীর রক্ষা প্রকল্পে গাফিলতির অভিযোগ, প্রশ্নে গুণগত মান

আগরতলা, ২ মে: উত্তর জেলার বাঘবাসা বিধানসভা এলাকার জুরি নদীর তীর রক্ষা প্রকল্প ঘিরে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় এক কোটি টাকার এই প্রকল্পে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের ফলে কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তীর রক্ষার জন্য বসানো ব্লক ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ফলে নদীর ভাঙন রোধ হওয়ার বদলে নতুন করে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অভিযোগের তীর ঠিকাদার সংস্থার দিকেই। এলাকাবাসীর বক্তব্য, নির্ধারিত মান বজায় না রেখে কাজ করা হয়েছে, যার ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। এক বাসিন্দার কথায়, "নিম্নমানের কাজ করে সরকারি টাকার অপচয় করা হচ্ছে, আর ঠিকাদার লাভবান হচ্ছেন। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিলোনিয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ মে: পয়লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হলো বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কাজের দাবি, উন্নত কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলনে নামেন। সেই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে বহু শ্রমিক শহীদ হন। তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার।

এই প্রেক্ষাপটে এদিন বিলোনিয়ায় বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির উদ্যোগে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকালে প্রভাতফেরির মাধ্যমে দিনের সূচনা হয়। পরে বিলোনিয়া ছাত্র যুব ভবনের সামনে মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা জুড়ে দিনটি উদযাপন করা হয় নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। সন্ধ্যায় বিলোনিয়া শহরে মশাল মিছিল সংগঠিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার এই লড়াই শুধু শ্রমজীবী মানুষের নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষের লড়াই। তাই এই আন্দোলনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

এদিন বামপন্থী নেতা ও বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা অস্থায়ী শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পাশাপাশি আলোচনাসভায় শ্রমিকদের অধিকার ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক বিজয় তিলক, দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক তাপস দে, প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা বাসুদেব মজুমদার, শ্রমিক নেতা আশীষ দত্ত, গণআন্দোলনের নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা, কৃষক নেতা বাবুল দেবনাথ সহ যুব সংগঠন ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্বরা।.

বৈভবকে বোল্ড করে চোখ পাকিয়ে লাফালাফি! আইপিএলের মতে অসভ্যতা, শাস্তি দিল্লির জেমিসনকে

শাস্তি পেলেন কাইল জেমিসন। দিল্লি ক্যাপিটালসের জোরে বোলারের বিরুদ্ধে আইপিএলের আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগ। শুক্রবার রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশীকে আউট করে অতি আগ্রাসী ভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।

দিল্লির বিরুদ্ধে রান পায়নি বৈভব। ২ বলে ৪ রান করে জেমিসনের বলে বোল্ড যায় ১৫ বছরের ব্যাটার। উইকেট পাওয়ার পর অতিরিক্ত লাফালাফি করে উচ্ছ্বাস করেন নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেটার। সাজঘরমুখী বৈভবের কাছে গিয়ে তাঁকে কিছু বলতেও দেখা গিয়েছে। কিশোর ব্যাটারকে আউট করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটারের এমন উচ্ছ্বাস ভাল ভাবে নেননি ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ।

রাজস্থানের ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বল করতে আসেন জেমিসন। চতুর্থ বলে তাঁকে চার মারে বৈভব। পরের বলেও আগ্রাসী শট খেলার জন্য তৈরি ছিল বৈভব। কিন্তু জেমিসনের দ্রুতগতির ইয়র্কার তার ব্যাটের কানায় লেগে উইকেট ভেঙে দেয়। তার পরই চিৎকার করে উচ্ছ্বাস করতে শুরু করেন জেমিসন। তাঁর এই অতি আগ্রাসী আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আম্পায়ারদের রিপোর্ট অনুযায়ী, আইপিএলের আচরণবিধির ২.৫ ধারা ভেঙেছেন জেমিসন। ম্যাচ রেফারি রাজীব শেঠ তাঁকে ‘লেভেল ওয়ান’ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কিউয়ি জোরে বোলারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট। ভবিষ্যতে আবার এমন করলে তুলনায় কঠোর শাস্তি পেতে হবে তাঁকে।

বৈভবকে আউট করে জেমিসন যে ভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, তাতে একটি বিষয় পরিষ্কার। ১৫ বছরের ব্যাটার বিশ্বের সেরা বোলারদের মনেও ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার আগ্রাসী ব্যাটিংকে গুরুত্ব দিচ্ছেন সব দলের বোলারেরাই। প্রতিপক্ষ বোলারদের চাপে ফেলে দিয়েছে বৈভব।বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিপ লাগানো রয়েছে। আইপিএলে ১৫ বছরের ব্যাটারের একের পর এক আগ্রাসী ইনিংস দেখে মন্তব্য করেছিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার নৌমান নিয়াজ। তা নিয়ে এ বার মুখ খুলল বৈভব নিজে।ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার পঞ্জাব কিংস ম্যাচের পর এ বারের আইপিএলে কমলা টুপি জেতার দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া বৈভবকে প্রশ্ন করা হয়, “তুমি কি ব্যাটে সত্যিই এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) চিপ ব্যবহার কর?” উত্তরে বিহারের সমস্তিপুরের ব্যাটার বলেছে, “ঈশ্বর লাগিয়ে দিয়েছেন। উপরেই আমাকে বলেছিলেন, তোমার ব্যাটে একটা জিনিস লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি সেই ব্যাটটাই ব্যবহার করছি।” বৈভব ঘুরিয়ে এ ভাবে কটাক্ষ করেছে নিয়াজকে।সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বৈভব ৩৬ বলে শতরান করার পর নিয়াজ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, “একবার ভেবে দেখুন। এই ছেলেটা আসলে কে? ওর ব্যাট পরীক্ষা করা উচিত। ঠিক যে ভাবে ওয়াডা (বিশ্ব ডোপ বিরোধী সংস্থা) ডোপ পরীক্ষা করে, সে ভাবেই ওর ব্যাট পরীক্ষাগারে পাঠানো দরকার। মনে হয় ব্যাটে এআই চিপ লাগিয়ে খেলছে। অসাধারণ ব্যাটিং।”আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ন’টি ম্যাচ খেলে ৪০০ রান করেছে বৈভব। একটি শতরান এবং দু’টি অর্ধশতরান এসেছে তার ব্যাট থেকে। গড় ৪৪.৪৪। স্ট্রাইক রেট ২৩৮.০৯।

রাজ্যভিত্তিক সামার টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ২৩ মে থেকে আগরতলায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহী সভা শুক্রবার বেলা ১১টায় এনএসআরসিসি-তে অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রতন চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় আগামী ২৩ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত এনএসআরসিসি-তে ‘অল ত্রিপুরা ওপেন সামার স্টেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ও চিফ রেফারি হিসেবে যথাক্রমে আশিস চৌধুরী ও রাজীব রায় দায়িত্ব পালন করবেন। অনূর্ধ ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ এবং ওপেন এই প্রতিটি বিভাগে ছেলে ও মেয়ে উভয় ক্যাটাগরিতেই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী খেলোয়াড়দের আগামী ২০ মে-র মধ্যে এনএসআরসিসি-র কোচ আশিস চৌধুরী ও জয়ন্ত মজুমদারের কাছে এন্টি জমা দিতে হবে। ২৩ মে বিকেল ৩টেয় অনূর্ধ ১১ ও ১৩ বিভাগের ম্যাচের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা হবে। টুর্নামেন্টের ফিক্সচার তৈরি হবে ২২ মে। পশ্চিম জেলা বাদে অন্য জেলা থেকে আসা খেলোয়াড়দের যাতায়াত খরচ টিটিটিএ বহন করবে বলে জানানো হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে প্রথম তিন বিজয়ীকে মেডেল ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে এবং প্রথম দুই স্থানাধিকারীকে ট্রফি বা প্রাইজমানি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি সকল অংশগ্রহণকারীকে দেওয়া হবে পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট। এন্টি ফি ধার্য করা হয়েছে অনূর্ধ ১১ ও ১৩-র জন্য ১০০ টাকা, অনূর্ধ ১৫ ও ১৭-র জন্য ২০০ টাকা এবং ইয়ুথ ও সিনিয়র বিভাগের জন্য ৪০০ টাকা। ওপেন ডাবলসের ক্ষেত্রে প্রতি জোড়া ৪০০ টাকা ফি দিতে হবে। একজন খেলোয়াড় সর্বোচ্চ দুটি বিভাগে অংশ নিতে পারবেন। প্রতিযোগিতার সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়কে (ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে) ‘ফেয়ার প্লে’ ট্রফি প্রদান করা হবে। খেলোয়াড় নির্বাচনের জন্য ইলা পালের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে সদস্য হিসেবে রয়েছেন চৈতালী দত্ত, শ্যামলী বণিক এবং সুমন রায়। এছাড়াও আগ্রহী নতুন আম্পায়ারদের সংস্থার কাছে আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। ওইদিন সভা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন টিটিটিএ-র সম্পাদক অজয় দত্ত।

শেষ সিরিজে লজ্জার চুনকাম! ক্রমতালিকায় উত্থান ভারতের, নেপথ্যে আইসিসির এক নিয়ম

গত বছর নভেম্বর মাসে শেষ বার টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। শুভমন গিলদের আগামী টেস্ট সিরিজ হবে জুন মাসে। অর্থাৎ, সাত মাস লাল বলের ক্রিকেট না খেলার পরেও টেস্ট ক্রমতালিকায় উঠেছে ভারত। নেপথ্যে আইসিসির এক নিয়ম।০০:০০ছ’মাস আগে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ০-২ চুনকামের লজ্জা হয়েছে ভারতের। তার পরেও পয়েন্ট তালিকায় ইংল্যান্ডকে টপকেছে তারা। ভারতের পয়েন্ট ১০৪।ইংল্যান্ডের ১০২। ভারত রয়েছে তিন নম্বরে। চারে রয়েছে ইংল্যান্ড।শেষ তিন বছরের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে এই পয়েন্ট তালিকা তৈরি করেছে আইসিসি। অর্থাৎ, ২০২৩ সালের ১ মে থেকে ২০২৬ সালের ১ মে পর্যন্ত যে সব টেস্ট হয়েছে তার হিসাবে এই পয়েন্ট তালিকা তৈরি হয়েছে। ২০২৫ সালের ১ মে-র পর যে টেস্ট খেলা হয়েছে তাকে ১০০ শতাংশ ও আগের দুই বছরের পারফরম্যান্সকে ৫০ শতাংশ ধরে মূল্যায়ন করা হয়েছে।২০২৩ সালের ১ মে-র আগে টেস্টে ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স খুব ভাল ছিল। ভারতকে একটি টেস্টে হারিয়েছিল তারা। নিউ জিল্যান্ডকে ৩-০ চুনকাম করেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ হারিয়েছিলেন বেন স্টোকসেরা। পাকিস্তানকে ৩-০ হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু সেই সব টেস্টের পারফরম্যান্স হিসাব করা হচ্ছে না। সেই কারণেই পয়েন্ট কমেছে ইংল্যান্ডের। ভারত ছাড়া পাকিস্তানেরও এই নিয়মে সুবিধা হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে টপকেছে তারা।

পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। তাদের পয়েন্ট ১৩১। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট ১১৯। ভারত তিন নম্বরে। শুভমনদের পয়েন্ট ১০৪। চার নম্বরে থাকা ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ১০২। পাঁচ নম্বরে নিউ জিল্যান্ড। তাদের পয়েন্ট ১০১। পয়েন্ট তালিকায় বাকিরা হল যথাক্রমে, পাকিস্তান (৮৯), শ্রীলঙ্কা (৮৬), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৬৮), বাংলাদেশ (৬৭), আয়ারল্যান্ড (২৫), জিম্বাবোয়ে (১০) ও আফগানিস্তান (০)।

খেলা তো দূর, চেন্নাইয়ের ম্যাচে কেন মাঠেও আসছেন না ধোনি?

চোটের কারণে চলতি আইপিএলে একটিও ম্যাচে খেলেননি তিনি। এখন সুস্থ হলেও তাঁকে খেলতে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, চেন্নাইয়ের ম্যাচগুলিতে মাঠেও আসছেন না। কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি? শুক্রবার উত্তর দিলেন চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি।

চেন্নাইয়ের অনুশীলনে হাজির থাকতে দেখা যাচ্ছে ধোনিকে। সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মেতে অনুশীলনও করছেন। অথচ ম্যাচের দিন হোটেলের ঘরেই আটকে রাখছেন নিজেকে। দলকে উৎসাহ দিতে মাঠে আসছেন না।

হাসি জানিয়েছেন, অকারণে যাতে সব নজর ধোনির দিকে ঘুরে না যায় তাই জন্যই তিনি মাঠে আসছেন না। হাসির কথায়, “ধোনি দলের কথা ভাবে। ও সব সময় চায় দলের ভাল কিসে হবে। তাই ওর ধারণা, মাঠে এলে বাকিদের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটবে। নিশ্চিত ভাবে ক্যামেরা বার বার ধোনিকেই ধরবে। দর্শকেরাও ধোনিকে দেখে চিৎকার করবে। আরও অনেক কিছু হতে পারে। ধোনি চায় দল শান্ত মাথায় নিজেদের কাজটা করুক। তাই ও মাঠে আসছে না।”

হাসির সংযোজন, “এটা ঠিক সিদ্ধান্ত না ভুল সেটা বিচার করা আমার কাজ নয়। তবে এটুকু জানি, ধোনির মাঠে না আসার কারণ এটাই।” অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার জানিয়েছেন, ধোনি মাঠে না এলেও হোটেল থেকে নিবিড় ভাবে চেন্নাইয়ের ম্যাচ দেখেন। অনুশীলনেও তিনি অত্যন্ত সক্রিয় থাকেন। নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং দলকে আত্মবিশ্বাসী করার কাজ করেন।

হাসির কথায়, “ঘর থেকে মন দিয়ে দলের ম্যাচ দেখে ধোনি। ব্যক্তিগত ভাবে সাজঘরে ওকে সব সময় দেখতে চাই। ধোনি থাকলে বুদ্ধির অভাব হয় না। বাকিদেরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারে। এই কাজটা ও অনুশীলনে করে থাকে। অনুশীলনে সব সময় মজার মেজাজে থাকে। সতীর্থদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে। কিন্তু কখনওই চায় না ওর জন্য বাকিদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটুক।”

চোট নিয়েও বিশ্বকাপ দলে ইয়ামাল! স্পেন কোচের ইঙ্গিতে স্পষ্ট বিশেষ পরিকল্পনা

আসন্ন বিশ্বকাপের ঠিক আগে ফুটবলারদের চোট-আঘাত চিন্তায় ফেলে দিয়েছে স্প্যানিশ শিবিরকে। সবথেকে বেশি চিন্তা, লামিল ইয়ামালের চোট নিয়ে। ইতিমধ্যেই বার্সেলোনা শিবির জানিয়ে দিয়েছে, ইয়ামাল মরশুমের বাকি ম্যাচগুলি খেলতে পারবেন না। এ তো গেল একটা দিক। কিন্তু বিশ্বকাপে কি সম্পূর্ণ সুস্থ ইয়ামালকে পাবে স্পেন? বার্সেলোনার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, “স্প্যানিশ জাতীয় দলের চিকিৎসকদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। প্রতিদিনই আমরা ওর খোঁজ নিচ্ছি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ইয়ামাল দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় ইয়ামালের হাতে আছে। আশা করছি ও বিশ্বকাপে খেলবে।” খবরে প্রকাশ, ইয়ামালকে অন্তত পাঁচ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে। তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। স্প্যানিশ শিবির সূত্রে খবর, বিশ্বকাপের আগে হয়তো তরুণ তারকা সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচগুলি খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। তাঁর জন্য বিশেষ পরিকল্পনাও নিয়েছে স্প্যানিশ টিম ম্যানেজমেন্ট। শোনা যাচ্ছে, ইয়ামালকে হয়তো বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নাও নামানো হতে পারে। এমনকী, পরবর্তী দু’টি ম্যাচেও তাঁকে পুরো সময়ে জন্য নামানো হবে না।

মাদ্রিদের সিইএমটিআরও ক্লিনিকের মেডিক্যাল কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পেনের কোচ ডে লা ফ্লুয়েন্তে ফুটবলারদের চোট-আঘাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। স্প্যানিশ কোচের দিকে প্রথম যে প্রশ্নটি ছুটে এসেছিল, সেটি হল, ইয়ামাল কি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন? জবাবে ফ্লুয়েন্তে বলেছেন, “বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সম্ভাব্য সবরকম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনি জিতবেন, কী হারবেন বা প্রতিপক্ষ দশজন হয়ে গিয়েছে—এই সমস্ত কিছুই আমরা দেখি। এমন ফুটবলারও আছে, যে ২০ মিনিট খেলতে পারে, যা আমাদের কাছে ভীষণই মূল্যবান। ফলে সবকিছু বিচার করেই দল নির্বাচন করা হবে।”

এরপরই দানি ওলমোর উদাহরণ টেনে এনে স্প্যানিশ কোচ বলেন, “ইউরোতে ওলমো চোট নিয়েই শিবিরে যোগ দিয়েছিল। পরে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এমন একজন ফুটবলার আছে, যে ৫০-৬০ মিনিট খেলতে পারবে না, কিন্তু ২০ মিনিট দুর্দান্ত খেলে দেবে। আর সেটাই হয়তো পার্থক্য গড়তে সাহায্য করবে। দল নির্বাচনে একটা বিষয় অগ্রাধিকার দেব। সেটা হল, সেরা দল নিয়ে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা।” মোটামুটি ফ্লুয়েন্তের বক্তব্যে একটা বিষয় পরিষ্কার, চোট থাকলেও ইয়ামালকে রেখেই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করতে চলেছেন তিনি। ইয়ামালকে নিয়ে স্প্যানিশ টিম ম্যানেজমেন্ট একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। তারা ধরেই নিয়েছে বিশ্বকাপে স্পেনের প্রথম ম্যাচে ইয়ামালকে পাওয়া যাবে না। তারা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে। পরের দু’টি ম্যাচ রয়েছে সৌদি আরব ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। এই দু’টি ম্যাচে ইয়ামালকে কিছু সময়ের জন্য নামানো হতে পারে।‘অফেন্স ইস দ্য বেস্ট ডিফেন্স’। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি বনাম বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচ দেখে এ কথাটাই বলতে হয়। আধুনিক ইউরোপীয় ফুটবলে সাবধানী বা রক্ষণাত্মক কৌশলে খেলার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। ওপেন ফুটবলের চেয়ে এখন হিসাব কষে এগোন কোচেরা। সেখানে এই ম্যাচ যেন অন্য গল্প লিখল। রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ৫-৪ ব্যবধানে জয়ী হল পিএসজি।

এই ম্যাচকে অনেকেই তুলনা করছেন জোহান ক্রুয়েফের দর্শনের সঙ্গে। ডাচ কিংবদন্তি ফুটবলের ইতিহাসে কেবল একজন খেলোয়াড় বা কোচ হিসাবে নন, বরং একটি অনন্য দর্শনের নির্মাতাও। তিনি ফুটবলে ‘আক্রমণাত্মক’ ও ‘নান্দনিক’ খেলার ধারণাকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর দর্শন মূলত ‘টোটাল ফুটবল’ এবং পজিশনাল খেলার উপর গড়ে উঠেছিল। একসময় তিনি বলেছিলেন, “১-০ নয়, আমি ৫-৪ স্কোরলাইনে জয় পেতে চাই।” চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই ম্যাচ যেন ক্রুয়েফের দর্শনেরই প্রতিচ্ছবি।ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণের ঝড় তোলে। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। দুই দলই সমান তালে আক্রমণে ওঠে। পিএসজি এক পর্যায়ে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেও বায়ার্ন হাল ছাড়েনি। মাইকেল অলিস ও হ্যারি কেনের নেতৃত্বে জার্মান ক্লাবটি দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যবধান কমিয়ে আনে ৫-৪-এ। পুরো ম্যাচে গড়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে গোল হয়েছে। যা এক কথায় অবিশ্বাস্য। ম্যাচ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কোনও খেলার হাইলাইট চলছে। পিএসজি’র হয়ে জোড়া গোল করেন কভিচা কভারাতস্খেলিয়া ও উসমান দেম্বেলে। বাকি একটি গোল জোয়াও নেভেসের। বায়ার্নের হয়ে গোল করেন হ্যারি কেন, মাইকেল ওলিসে, ডায়োট উপামেকানো ও লুইস ডিয়াজ। ম্যাচ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লিভারপুলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার জেমি কারগার বলেন, “সাধারণত এমন স্কোরলাইন দেখলে মনে হয় ডিফেন্স খারাপ খেলেছে। কিন্তু আমি বলব, মাঠে থাকা প্রত্যেক আক্রমণভাগের খেলোয়াড়ই দশে ৮ বা ৯ পাওয়ার যোগ্য ছিল। কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এটা এমন ম্যাচ ছিল না যেখানে গোলকিপার বা ডিফেন্ডাররা বড় ভুল করেছে। বরং প্রত্যেক গোলই ছিল অসাধারণ। যা দেখে আপনি বলবেন, ‘ওহ মাই গড, অবিশ্বাস্য!’ ডিফেন্স ভালো করেও অনেক সময় কিছু করা যায় না।” বায়ার্নের ডিফেন্ডার ডায়োত উপামেকানোর খেলার প্রশংসা করেন তিনি। পাঁচ গোল হজম করেও অন্যতম সেরা পারফর্মারদের একজন ছিলেন এই ফরাসি ফুটবলার। ন’গোলের থ্রিলার দেখে কেউ কেউ তুলনা করছেন ২০০৫ সালের ‘মিরাকল অফ ইস্তাম্বুল’ বা ২০১৭ সালের বার্সেলোনার ‘লা রেমোনতাদা’র সঙ্গে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে লিভারপুলের ৩-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও এসি মিলানের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ‘ইস্তাম্বুলের অলৌকিক ঘটনা’ নামে পরিচিত।

আইপিএলের মাঝেই নতুন দায়িত্ব সঙ্গকারার! রাজস্থানের পাশাপাশি সামলাতে হবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটও

আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলান কুমার সঙ্গকারা। এ বার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটেও নতুন দায়িত্বে তিনি। সরকারের হস্তক্ষেপে সভাপতি-সহ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সব পদাধিকারীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট চালাতে ন’সদস্যের কমিটি গড়েছে সে দেশের সরকার। সেই কমিটিতে রয়েছেন সঙ্গকারা।

সঙ্গকারা ছাড়া কমিটিতে আরও দুই ক্রিকেটার রয়েছেন। তাঁরা হলে রোশন মহানামা ও সিদাথ ওয়েত্তিমুনি। বাকিরা ক্রিকেট বাদে অন্য মহল থেকে এসেছেন। কমিটির নয় সদস্য হলেন ইরান বিক্রমারত্নে (রাজনীতি), রোশন মহানামা (ক্রিকেট), কুমার সঙ্গকারা (ক্রিকেট), সিদাথ ওয়েত্তিমুনি (ক্রিকেট), প্রকাশ শাফতার (কর্পোরেট), তুষিরা কলম্বাগে (কর্পোরেট), উপুল কুমারপ্পেরুমা (আইন), দীনাল ফিল্পিস (আইন)।

শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন সাংসদ বিক্রমরত্নেকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেছেন, “নয় সদস্যের কমিটির দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত। আমাদের প্রধান কাজ শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব।”

সরকারের নির্দেশে মেয়াদ শেষের আগেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন সভাপতি শাম্মি সিলভা-সহ সব পদাধিকারী। দীর্ঘ দিন ধরে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কর্তাদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) শাস্তির মুখে পড়তে পারে শ্রীলঙ্কা।

দু’বছরের মেয়াদের ১১ মাস বাকি ছিল শাম্মির। কিন্তু মঙ্গলবার একটি জরুরি সভার পর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তিনি। পরিচালন বোর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। ফলে অন্য পদাধিকারীরাও ইস্তফা দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দিন ধরে দুর্নীতি এবং নানা অব্যবস্থার অভিযোগ উঠছিল। দেশের সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে অসন্তুষ্ট ছিল শ্রীলঙ্কার সরকার।

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দেশনায়েক গত সপ্তাহের শেষে শাম্মির সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। দেশের ক্রিকেট পরিচালনা এবং বোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওই আলোচনার পরই শাম্মি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের পরিচালন বোর্ড ভেঙে দেন। মনে করা হচ্ছে, ওই বৈঠকেই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের নির্দেশ দেন কর্তাদের।

২০২৩ সালে সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে শ্রীলঙ্কা সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। এ বারও সেই সম্ভাবনা থাকছে। ২০২৪ সালের শুরুতে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর শাম্মি সভাপতি হয়ে ফিরে আসেন। তার পর গত বছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চতুর্থ বারের জন্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সভাপতি হয়েছিলেন শাম্মি।

৫২তম ত্রিপুরা স্টেট সিনিয়র ওপেন

চেস চ্যাম্পিয়নশিপ আজ সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৫২ তম ত্রিপুরা স্টেট সিনিয়র ওপেন ফিডে রেটিং চেস চ্যাম্পিয়নশিপ এখন অন্তিম পর্যায়ে। আগামীকাল (রবিবার) প্রতিযোগিতার শেষ তিনটি রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে নয় রাউন্ডের খেলার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য দাবা সংস্থা আয়োজিত এবারকার এই রাজ্য আসরে মোট ১৪৪ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছেন। আজ, শনিবার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে ৩ রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেও প্রথম তিন রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খবর লেখাকালীন সময়ে ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা চলছে। তবে পঞ্চম রাউন্ডের খেলা শেষে অপরাজিত ভূমিকায় কিংশুক দেবনাথ এবং মেহেকদীপ গোপ ৫ করে পয়েন্ট পেয়ে যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছে। তবে আরাধ্যা দাস, উমাশঙ্কর দত্ত এবং কিংকর রায় প্রত্যেকে সাড়ে চার করে পয়েন্ট পেয়েছে। যদিও ষষ্ঠ রাউন্ডের শেষে খেলার ফলাফলে অনেকটা পরিবর্তন হবে। উল্লেখ্য, ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলায় প্রথম বোর্ডে কিংশুক দেবনাথ এবং মেহেকদীপ গোপ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে।

বিশ্বকাপে ইরান নিয়ে সুর নরম ট্রাম্পের, ফিফার সভায় করমর্দন হল না ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের

ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় দল পাঠাবে ইরান? পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং কিছু দিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া প্রচ্ছন্ন হুমকির পর পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। তবে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে আয়োজিত ফিফা কংগ্রেসে ইরান সম্পর্কে সুর নরম করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। যদিও ফিফা সভাপতির ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সন্ধির চেষ্টা ভেস্তে গেল মঞ্চেই।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, “শুরুতেই একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই। সেটা হল, আসন্ন বিশ্বকাপে ইরান অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের ম্যাচগুলো আমেরিকাতেই হবে। কারণ খুব সহজ। প্রিয় বন্ধুরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটা আমার দায়িত্ব। এটা আমাদের দায়িত্ব। ফুটবল বিশ্বকে এক করে। ফিফা বিশ্বকে একসূত্রে বাঁধে। আপনারা সকলে মিলে বিশ্বকে এক করেন। আমরা বিশ্বকে এক করি।”

এর পর নিজের ভাষণে ট্রাম্প বলেন, “জিয়ান্নি যখন বলেছেন, আমার আর কোনও আপত্তি নেই। জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এটা আমাদের কাজের একটা অংশ। ওদের খেলতে দাও। জিয়ান্নি আমার বন্ধু। অসাধারণ মানুষ। ও এটা নিয়ে আমার সঙ্গে আগেই কথা বলেছিল। বলেছিলাম, ‘তোমার যা ইচ্ছা কর।’ তুমি ওদের নিতে পার। আবার না নিলেও হবে। কিন্তু ওদের দল কি ভাল? এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তা-ও বলব, ওদের খেলতে দেওয়া উচিত।”

ফুটবল বিশ্বকাপের আগে বিশ্বকে একসূত্রে বাঁধার ইনফান্তিনোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ফিফা কংগ্রেসেই। নিজের প্রশাসনিক দক্ষতা দেখানোর জন্য তিনি মঞ্চে একসঙ্গে ডাকেন প্যালেস্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জিবরিল রাজুব এবং ইজরায়েলের ফুটবল সংস্থার প্রতিনিধি তথা সহ-সভাপতি শেখ সুলিমানকে। দু’জনে মঞ্চে ওঠার পর ইনফান্তিনো বলেন, “আগামী বছর ফিফা সভাপতি নির্বাচনে আমি প্রার্থী হব। আমি চেয়েছি, আপনারাই সকলের আগে বিষয়টি জানুন। আপনাদের উৎসাহ এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।” এ কথা বলার পর রাজুব এবং সুলিমানের সঙ্গে করমর্দন করেন ফিফা সভাপতি। কিন্তু সুলিমানের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হননি রাজুব। এমনকি একসঙ্গে ছবি তোলা নিয়েও আপত্তি জানান। স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রস্তুত ইনফান্তিনো পরিস্থিতি সামাল দিতে বলেন, “আমরা একসঙ্গে কাজ করব। সভাপতি রাজুব এবং সহ-সভাপতি সুলিমান আসুন শিশুদের আশা জোগাতে আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এগুলো জটিল বিষয়।”

এ নিয়ে প্যালেস্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সুসান শালাবিকে প্রশ্ন করা হয় করমর্দন করতে না চেয়ে রাজুব কী বলেছিলেন? জবাবে তিনি বলেন, “রাজুব বলেছেন, ‘ইজরায়েলিরা তাদের ফ্যাসিবাদ এবং গণহত্যাকে ধামাচাপা দিতে যাঁকে নিয়ে এসেছে, আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে পারব না। আমরা ওদের জন্য কষ্ট পাচ্ছি।’”

আফগানিস্তান সিরিজ, ইংল্যান্ড সফরে অনিশ্চিত আকাশদীপ, হর্ষিত!

আইপিএল শেষ হলেই ভারতীয় দলের একগাদা আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ছাড়াও রয়েছে ইংল্যান্ড সফর। তবে দুই পেসার আকাশদীপ এবং হর্ষিত রানাকে এই দু’টি সিরিজেই সম্ভবত পাওয়া যাবে না। এমনই জানিয়েছে বোর্ডের একটি সূত্র। এখনও পুরোপুরি ফিট নন দু’জনে। কবে ফিরবেন সেটাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

পিঠের চোটের কারণে দীর্ঘ দিন ক্রিকেটের বাইরে আকাশদীপ। তিনি এখন রিহ্যাব শুরু করেছেন। অন্য দিকে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কয়েক দিন আগে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয় হর্ষিতের। তিনিও খেলার জায়গায় নেই। দু’জনেই কেকেআরের বোলার এবং আইপিএলে খেলতে পারছেন না।

বোর্ডের এক সূত্র পিটিআই-কে বলেছেন, “আকাশ এবং হর্ষিতের রিহ্যাব ঠিকঠাকই চলছে। কিন্তু ম্যাচ খেলার মতো ফিট হওয়ার জন্য এখনও লম্বা পথ বাকি। আফগানিস্তান এবং ইংল্যান্ড সিরিজের কথা যদি ধরা হয়, তা হলে দু’জনের কারওরই খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ওরা এখনও পেশি শক্তিশালী করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আপাতত জগিং, হালকা এবং জোরে দৌড়ের মতো অনুশীলন করছে। চিকিৎসকদের অনুমতি পেলে তবেই মাঠে নামতে পারবে। কবে ফিরবে সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।”আকাশদীপ মূলত লাল বলের ক্রিকেট খেলেন। হর্ষিত সাদা বলের ক্রিকেটে জায়গা করে নিয়েছেন। দুই ফরম্যাটেই ভারতের একাধিক ম্যাচ রয়েছে ভবিষ্যতে। ২০২৫-এ হর্ষিত এক দিনের ক্রিকেটে ভারতের সফলতম বোলার ছিলেন। ১৪টি ম্যাচে ২৬টি উইকেট নিয়েছিলেন। অন্য দিকে আকাশদীপ গত বছর ইংল্যান্ড সিরিজে বার্মিংহাম টেস্টে ১২টি উইকেট নিয়েছিলেন।

সংবাদ সংস্থার দাবি, হর্ষিতের থেকেও আকাশদীপের সেরে উঠতে বেশি সময় লাগবে। অগস্টে দলীপ ট্রফি রয়েছে। সেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আকাশদীপ ফিরতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বেনুবন বিহারে ২৫৭০ তম বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা এখনও মানবজাতিকে আশার বাণী শোনায়: রাজ্যপাল

আগরতলা, ২ মে: বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষ, অসহিষ্ণুতা ও অশান্তির পরিবেশের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা এখনও মানবজাতিকে আশার বাণী শোনায় এবং সঠিক পথ প্রদর্শণ করে। আজ বিকেলে আগরতলার বেনুবন বিহারে ২৫৭০ তম বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজাপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, বুদ্ধ পূর্ণিমার মত উৎসব সকলের জন্য হিতকর সমাজ গঠনে আমাদের অঙ্গীকারকে মজবুত করে। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণী আমাদের প্রেরণা দেয় এমন একটা সমাজ গড়তে যেখানে ধর্ম, জাতি ও শ্রেণীর ভেদাভেদ থাকবে না, যেখানে সবাই সম্মানের সাথে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নান্নু মানুষের মধ্যে ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসা, নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে দয়া ও হিংসার পরিবর্তে শান্তির স্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বুদ্ধের সহনশীলতার বার্তা দিয়ে বলেন, ঘৃণাকে জয় করতে হলে ঘৃণা দিয়ে নয়, ভালবাসা দিয়ে জয় করতে হবে। ধর্মের অনুগামী হয়ে অহিংসার বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে রাজ্যের সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির পরিবেশে বিশেষ যোগদানের জন্য ত্রিপুরার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল চিন্তনে, কথায় ও কাজে অহিংসার নীতি অনুশীলন করা ও সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মাও বক্তব্য রাখেন। তিনি তার ভাষণে সবাইকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করার আহ্বান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রেভ, চন্দ্রবংশ মহাথেরো ও বেনুবন বিহারের অধ্যক্ষ ডা. ক্ষেমাচারা ভিক্ষু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ডা. গৌতম চাকমা। অনুষ্ঠান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু এবং প্রদ্যুৎ মানিকা দেববর্মা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্মাননা প্রদান করেন এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রকাশিত হলো টিআরবিটি পরিচালিত এসটিজিটি-২০২৫ পরীক্ষার ফলাফল

আগরতলা, ২ মে : এসটিজিটি ২০২৫ পরীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করেছে টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফলাফল ইতিমধ্যেই তাদের সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

প্রার্থীরা বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের 'ট্রত্রন্ড্ডনঠন' বিভাগে গিয়ে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবেন। পাশাপাশি, আগামী ৪ মে বিকেল ৫টার পর থেকে প্রার্থীরা নিজেদের ওএমআর উত্তরপত্রও অনলাইনে দেখতে পারবেন।

এদিকে, নথি যাচাই (ডকুমেন্ট স্ক্রুটিনি), মার্কশিট ও অন্যান্য সার্টিফিকেট যাচাইয়ের সময়সূচি শীঘ্রই বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে শক্ত অবস্থানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, ব্যবসা ছাড়াল ১৫,৪২২ কোটি

আগরতলা, ২ মে : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাক্ষী থাকল ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। আজ প্রজ্ঞা ভবন-এ আয়োজিত বার্ষিক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিংহ জানান, বর্তমানে ব্যাংকের মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,৪২২.১৪ কোটি এবং প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত লাভজনক অবস্থানে রয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেনারেল ম্যানেজার অনুপ কুমার সাহা এবং চিফ ম্যানেজার সৈলেশ ভি রঞ্জন। তাঁরা ব্যাংকের আর্থিক অগ্রগতি, গ্রাহক পরিষেবার উন্নয়ন, ডিজিটাল ব্যাংকিং সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। ম্যানেজার অনুপ কুমার সাহা বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমানত ১০,৮৮৯ কোটি এবং ঋণ বিতরণ ৪,৫৩২ কোটি হয়েছে। সিডি রেশিও ৪১.৬২ শতাংশ, নিট মুনাফা ১৮৪.৮৪ কোটি, গ্রস এনপিএ ২.৮৯ শতাংশ এবং নেট এনপিএ শূন্যে নামিয়ে আনার সাফল্যও তুলে ধরা হয়।

রাজ্যের বৃহত্তম শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহায়তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে ব্যাংকটি। পাশাপাশি আধুনিক ডিজিটাল পরিষেবার প্রসারেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়।

বামপন্থী কর্মী ছায়েদ আলীর প্রয়াণে শোকের ছায়া বক্সনগবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ মে: বামপন্থী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছায়েদ আলীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র। শুক্রবার ভোর প্রায় ৪টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৬৫ বছর।

জানা গেছে, তিনি বক্সনগরের নলজলা মানিক্যনগর গাঁও সভার বাসিন্দা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি রুখিয়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলীয় নেতা-কর্মী এবং এলাকার মানুষের মধ্যে শোকের আবহ নেমে আসে।

সিপিআই(এম)-এর ভেলুয়ারচর অঞ্চল সম্পাদক মানিক দেবনাথ, বক্সনগর অঞ্চল সম্পাদক নির্মল সরকার, মহকুমা কমিটির সদস্য খুরশেদের রহমান, আবুল হোসেন, সিআইটিইউ মহকুমা কমিটির সদস্য নেপাল দাস, আমির হোসেন, ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য ফরহাদ রানা, আবু কাউছারসহ একাধিক নেতা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

নেতৃবৃন্দ ফুলের মালা ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। স্থানীয়দের মতে, ছায়েদ আলীর মৃত্যুতে এলাকায় এক নিষ্ঠাবান সংগঠক ও শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

কুমারঘাট-কৈলাশহর সড়কে দুর্ঘটনা, ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াগনার গাড়ি

আগরতলা, ২ মে: কুমারঘাট-কৈলাশহর মেইন রোডের আশ্রম পল্লী এলাকায় শুক্রবার ভোরে একটি ওয়াগনার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গেছে, গাড়িটি কৈলাশহর থেকে কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনার পর গাড়ির সামনের অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে কুমারঘাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে মুঙ্গিয়াকামীতে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২ মে : অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (এটিজিডিএ)-এর উদ্যোগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের সহযোগিতায় খোয়াই জেলার অধীন মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর জেবি স্কুল প্রাঙ্গণে গত ৩০ এপ্রিল এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থেকে মোট ১০৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করেন। এর মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন আট জন, চর্মরোগের রোগী ছিলেন আট জন, চক্ষু সমস্যার রোগী ছিলেন পাঁচ জন, ব্যথা জনিত সমস্যায় ভুগতে থাকা রোগী ছিলেন ১০ জন এবং শিশু রোগী ছিলেন ২৮ জন। এছাড়াও, এই শিবিরে ৮৪ জনের আরবিএস পরীক্ষা ও ৭২ জনের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট জেনারেল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কনক চৌধুরী, ডাঃ শেখর দত্ত মজুমদার, অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্নেহাশিস দত্ত, ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যকাম চক্রবর্তী, জেনারেল সার্জন ডাঃ তাপস পাল, শিশুরোগ (পেডিয়াট্রিক্স) বিশেষজ্ঞ ডাঃ রিপন দেববর্মা, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিকাশ মজুমদার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ সরকার, চর্মরোগ (ডার্মাটোলজি) বিশেষজ্ঞ ডাঃ কমল দাস ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিষ্ণু গোস্বামী প্রমুখ। খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ রাজেশ দেববর্মা, ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা ও ডাঃ অরিন্দম দেববর্মা এবং মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ হেলি দেববর্মা ও ডাঃ অঙ্কুর দেববর্মা। এছাড়াও, উক্ত শিবিরে নার্সিং অফিসার, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। এই ধরনের মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পেয়ে মুঙ্গিয়াকামি এলাকার জনসাধারণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিশালগড় গুলিকাণ্ডে পুলিশের বড় সাফল্য উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র; গ্রেপ্তার আরও এক অভিযুক্ত

আগরতলা, ২ মে: বিশালগড়ে সংঘটিত গুলিকাণ্ডের তদন্তে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে রণবীর কাণ্ডে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি পিস্তল ও ম্যাগাজিন। পাশাপাশি রণবীরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও তিনটি বন্দুক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় পরিমল দাস নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশালগড় থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা জানান, অভিযুক্ত রণবীর মানসিক ভারসাম্যহীন নন। মেডিক্যাল পরীক্ষায় তা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি আরও জানান, তদন্তে পুলিশকে সহযোগিতা করছে রণবীর এবং তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে এবং আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে তলিয়ে নিখোঁজ যুবক, এলাকায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২ মে: গতকাল দুপুরে আমতলী থানার অন্তর্গত বাবুল চৌমুহনী এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। মাছ ধরতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান রাকেশ শীল নামে এক বিবাহিত যুবক। জানা গেছে, সীমান্ত লাগোয়া ঈষানচন্দ্রনগর স্কুল সংলগ্ন নদীতে মাছ ধরতে নামেন রাকেশ। গত দু'দিনের টানা বৃষ্টির কারণে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। সেই সময় আচমকাই নদীর জলে তলিয়ে যান তিনি। সঙ্গে থাকা সঙ্গীরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি।

ঘটনার পর সঙ্গীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। পরে আমতলী থানায় ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা তল্লাশি অভিযান শুরু করেন।

কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালিয়েও এখনো পর্যন্ত রাকেশ শীলের কোনো সন্ধান মেলেনি। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে সহায়তার জন্য এনডিআরএফ-কে খবর দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায় এবং তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে, পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। গোটা ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তালা, শিক্ষক বদলিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

আগরতলা, ২ মে: শিক্ষক বদলিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। শনিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ স্কুলের প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা সামনে আসে। এর জেরে সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় পাঠদান এবং স্কুল চত্বরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি স্কুলের ইনচার্জ প্রণব দাসকে শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে অন্যত্র বদলি করা হয় এবং তাঁর পরিবর্তে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একাংশ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত স্কুলে পৌঁছায় সাবরুম থানার পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং স্কুল খুলে পাঠদান চালুর উদ্যোগ নেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশাসনের হস্তক্ষেপে স্কুলের পেছনের গেট খুলে প্রথমে শিক্ষকদের এবং পরে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় শিক্ষার পরিবেশ এবং পুনরায় শুরু হয় ক্লাস।

প্রশাসনের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরবর্তীতে প্রধান গেটের তালাও খুলে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে, মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর আচরণ বা আইনভঙ্গের অভিযোগ উঠলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও প্রশাসন সূত্রে খবর।

জোলাইবাড়ীতে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত দুই চালক

জোলাইবাড়ী, ২ মে : জোলাইবাড়ী কলোনী বাজারের ভাট্টার মুখ এলাকায় শনিবার রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই বাইক চালক। আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।জানা গেছে, শনিবার রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ টি আর ০৮ এফ ৪৯৮১ নম্বরের একটি বাইক এবং টি আর ০৮ বি ০৫৯২ নম্বরের অপর একটি বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুই বাইক চালকই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত জোলাইবাড়ী দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত দুই ব্যক্তি পশ্চিম পিলাক এলাকার বাসিন্দা। আহতদের মধ্যে রয়েছেন অজিত দাস (৪৫) এবং সাধন দেবনাথ (৪৫)। বর্তমানে তারা জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ধর্মনগরে পুলিশের দুঃসাহসিক অভিযান, উদ্ধার ৬০ অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার, মহকুমাজুড়ে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ মে: দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার চুরি ও কালোবাজারির অভিযোগের জেরে অবশেষে কড়া পদক্ষেপ নিল ধর্মনগর থানার পুলিশ। গতকাল শহরজুড়ে এক সুপরিকল্পিত ঝটিকা অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে, যা ঘিরে গোটা মহকুমায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধারাবাহিক অভিযোগের ভিত্তিতে গোপন সূত্রের খবর পেয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানের সময় পূর্ব বাজারে ত্রিপুরেশ্বরী গ্যাসের সামনে আজম খানের দোকান থেকে ১৮টি, রাধাপুরের মধুবারি লিংক রোডে অর্জুন পালের বাড়ি থেকে ২৭টি এবং রাগনা এলাকায় সালমা বেগমের বাড়ি থেকে ১৫টিমোট ৬০টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়। ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মা জানান, উদ্ধার হওয়া সিলিন্ডারের মধ্যে ২৬টিতে গ্যাস ভর্তি ছিল এবং বাকি ৩৪টি খালি। তবে এত বিপুল পরিমাণ সিলিন্ডার মজুতের কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা। তিনি আরও জানান, আপাতত সমস্ত সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সেগুলি খাদ্য দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার পেছনে একটি সংগঠিত কালোবাজারি চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। সিলিন্ডারগুলি চুরি করা নাকি অন্য কোনও অসাধু উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খাদ্য দপ্তরের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পুলিশের এই কঠোর পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির হাওয়া বইলেও, শহরের বুকেই এত বড় চোরাচালান চক্রের সক্রিয়তা ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

৩০ মিনিটের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন রাজারবাগ, চরম ভোগান্তিতে বাসিন্দারা

আগরতলা, ২ মে: মাত্র ৩০ মিনিটের প্রবল বৃষ্টিতেই উদয়পুর পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রাজারবাগ এলাকা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ এই জলাবদ্ধতার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বাড়িঘরের সামনেও হাঁটু সমান জল জমে যায়। দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি যাতায়াতে ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ড্রেন পরিষ্কার না হওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশার জন্য সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকায় জল জমে থাকছে বলে দাবি তাদের। এলাকাবাসীরা দ্রুত ড্রেন পরিষ্কার ও স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন প্রশাসনের কাছে, যাতে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

শিশুর গলার সোনার চেইন উধাও, শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২ মে: সিপাহিজলা জেলার মেলাঘরের ঠাকুরপাড়া এলাকায় চার বছরের এক শিশুকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর গলার সোনার চেইন খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগকারী ছাত্রীর নাম রিদ্দিমা বোস। তার বাবা রামু বোসের দাবি, গত ২৪ তারিখ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর রিদ্দিমার গলায় থাকা প্রায় নয় আনা ওজনের সোনার চেইনটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, স্কুলের এক শিক্ষক তার গলা থেকে চেইনটি খুলে নিয়েছেন। ঘটনার পরপরই রামু বোস স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রথমে বিষয়টি অস্বীকার করা হয় বলে অভিযোগ। পরে তিনি মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, থানায় অভিযোগ করার পর স্কুলের পক্ষ থেকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং শিশুটিকে বিনামূল্যে পড়ানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়। তবে ছাত্রীর পরিবার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধর্মনগরে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে ১০০ মিটারের মধ্যে জারি বিএনএসএস ১৬৩ ধারা

আগরতলা, ২ মে: আগামী ৪ মে ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনাকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক চন্দনী চন্দ্রন এক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন, ওইদিন সকাল ৬টা থেকে গণনা প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকার মধ্যে বিএনএসএস-এর ১৬৩ ধারা জারি থাকবে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ৪ মে সকাল ৮টা থেকে ধর্মনগর মহকুমার পি. এম. শ্রী ধর্মনগর গভর্নমেন্ট গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, গণনাকেন্দ্রের চারপাশে ১০০ মিটার এলাকা "পেডেস্ট্রিয়ান জোন" হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং এই এলাকায় কোনও ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

ঋষ্যমুখে আত্মা প্রকল্পে পেঁয়াজ চাষে নতুন দিশা, উৎসাহিত কৃষকরা

আগরতলা, ২ মে: কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ জেলার ঋষ্যমুখ কৃষি মহকুমার অন্তর্গত উত্তর সোনাইছড়ি এলাকায় আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে পেঁয়াজ চাষে এক নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগকে ঘিরে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

চলতি বছরে ঋষ্যমুখ কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে উত্তর সোনাইছড়ি এলাকার কয়েকজন কৃষককে পেঁয়াজ চাষের জন্য উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করা হয়। যেহেতু এই চাষে কৃষকরা একেবারেই নতুন, তাই দপ্তরের পক্ষ থেকে তাদের নিয়মিত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস নিজে উদ্যোগ নিয়ে বীজ সংগ্রহ করে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। পাশাপাশি সেক্টর অফিসার অভিজিৎ দত্ত নিয়মিত কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চাষাবাদ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।

আজ উত্তর সোনাইছড়ির শত্রুঘ্নপাড়া এলাকার কৃষক নিলু পদ ধরের পেঁয়াজ চাষের জমি পরিদর্শন করে ঋষ্যমুখ কৃষি দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল। উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, সেক্টর অফিসার অভিজিৎ দত্ত, প্রণব মালাকার, বিএলডব্লিউ জয়ন্ত দাসসহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তারা জমির ফলন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শুধু উত্তর সোনাইছড়ি নয়, ঋষ্যমুখ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এই প্রকল্পের আওতায় পেঁয়াজ চাষ শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ভালো ফলনের ইঙ্গিত মিলেছে।

উত্তর সোনাইছড়ির কৃষক নিলু পদ ধরের পাশাপাশি আরও কয়েকজন কৃষক প্রথমবারের মতো এই চাষে অংশ নিয়েছেন। তাদের দাবি, প্রথম বছরেই আশানুরূপ ফলন পাওয়ায় তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও বেশি জমিতে পেঁয়াজ চাষ করার পরিকল্পনা করছেন তারা।

কৃষক নিলু পদ ধর জানান, প্রায় এক গন্ডা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে তিনি প্রায় ৭০ কেজি ফলন পেয়েছেন। প্রতি কেজি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করে তিনি ভালো লাভও অর্জন করেছেন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও সরকারি সহযোগিতার ফলে ঋষ্যমুখ এলাকায় পেঁয়াজ চাষে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas